রাঁচি, শুক্রবার
28:07:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>284 >>11 Sharabon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৮৪ >> << ১১ই, শ্রাবণ ১৪৩০>>

আফগান অভিবাসনপ্রত্যাশীদের পুনর্বাসনের ফ্লাইটগুলি বন্ধ, পুনরায় চালু করার দাবী কর্মীদের

কাবুল ঃ কাতার এবং অন্যান্য দেশে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রগুলিতে বিশেষ অভিবাসী ভিসা (এসআইভি) আবেদনকারীদের বহনকারী আফগানিস্তান থেকে স্থানান্তরিত ফ্লাইটগুলি এক মাসেরও বেশি সময় ধরে স্থগিত করা হয়েছে। ফ্লাইটগুলি ঠিক কখন আবার শুরু হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। আফগানিস্তানে তালিবানের ক্ষমতা দখলের পর থেকে প্রায় দুই বছর ধরে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের অফিস ফর দ্য কোঅর্ডিনেটর ফর আফগান রিলোকেশন এফোর্টস (সিএআরই) এসআইভিএর জন্য যোগ্য আফগানদের বিমান ও স্থল পথে বিভিন্ন রুটে স্থানান্তরিত করছিল। আমেরিকান সরকার ২০২১ সালের আগস্টে সে দেশ থেকে তাদের সৈন্যদের বিশৃঙ্খলভাবে প্রত্যাহারের পর কয়েক হাজার আফগানকে সরিয়ে নিতে সামরিক বিমান ব্যবহার করেছিল। পরবর্তীকালে, তালিবান নিয়ন্ত্রিত কাবুল বিমানবন্দর থেকে চার্টার্ড বাণিজ্যিক ফ্লাইটের মাধ্যমে বেশিরভাগ আফগানকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পররাষ্ট্র বিভাগের একজন মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন, পুনর্বাসন ফ্লাইটগুলি জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে স্থগিত রাখা হয়েছে। অপারেশনাল সংবেদনশীলতার কারণে এর বেশি কিছু তিনি বলেননি।

বাজার দর

SENSEX : 66266.82 -440.38
NIFTY : 19659.90 -118.40

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.33 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.17 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

যুদ্ধের হুংকার দেবেন না ঃ ভারতকে পাকিস্তান

নয়াদিল্লি ঃ যুদ্ধের হুংকার ছাড়তে ভারতকে নিষেধ করল পাকিস্তান। তারা বলেছে, ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের মন্তব্য দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও সুস্থিতির পক্ষে বিপজ্জনক। ভারতের সতর্ক ও সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

গতকাল বুধবার ছিল ২৪তম 'কারগিল দিবস'। এ উপলক্ষে লাদাখের দ্রাস শহরে কারগিল যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এক অনুষ্ঠানে বলেন, দেশের একতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সঙ্গে বিন্দুমাত্র আপস করা হবে না। তিনি বলেন, দেশের শত্রুদের নিকেশ করতে সেনাবাহিনীকে 'ফ্রি হ্যান্ড' দেওয়া হয়েছে।

রাজনাথ বলেন, 'দেশের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় আমরা সব করতে পারি। সে জন্য যদি নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করতে হয়, আমরা তাও করতে প্রস্তুত। আমাদের প্ররোচিত করা হলে অথবা আমরা প্রয়োজন বোধ করলে নিয়ন্ত্রণরেখা মানব না। পেরিয়ে যাব।'

এই হুংকারের পাশাপাশি রাজনাথ সিং ভারতের শান্তিপ্রিয় চরিত্রেরও উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, ভারত শান্তিপ্রিয় দেশ। শতাব্দীপ্রাচীন মূল্যবোধে বিশ্বাসী। আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু দেশের স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে সীমান্ত পেরোতে দ্বিধান্বিত হবে না।

রাজনাথ সিং এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেন কারগিল যুদ্ধ ভারতের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তান সেই সময় ভারতকে পেছন থেকে ছুরি মেরেছিল, যখন ভারত আলাপআলোচনার মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছিল।

রাজনাথ সিংয়ের এই মন্তব্যের বিরোধিতা করে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গতকাল ইসলামাবাদ থেকে এই বিবৃতি প্রকাশ করে। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য 'অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন' জানিয়ে তাতে বলা হয়, এর আগেও ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও উচ্চপদস্থ সামরিক কর্তারা আজাদ কাশ্মীর ও গিলগিটবালটিস্তান নিয়ে এ ধরনের মন্তব্য করেছেন। এ রকম উগ্র জাতীয়তাবাদী বিবৃতি বন্ধ হওয়া দরকার। তাদের মনে রাখা উচিত, পাকিস্তান যেকোনো ধরনের আগ্রাসন রোখার ক্ষমতা রাখে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারতের রাজনীতিতে কথায় কথায় পাকিস্তানকে টেনে আনা হয়। উগ্র জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করে ভোটের রাজনীতিতে লাভবান হতে চায় তারা। এসব বন্ধ হওয়া দরকার। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ঐতিহাসিকভাবে, আইনগতভাবে এবং নৈতিক দিক থেকে সব রকমভাবেই জম্মু কাশ্মীর আন্তর্জাতিক স্বীকৃত বিবাদিত ও বিতর্কিত এলাকা। তার মীমাংসা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ীই হতে হবে। যুদ্ধের হুংকার না দিয়ে ভারতের উচিত ওই প্রস্তাব রূপায়ণে মনোযোগী হওয়া।

নিজারে বাহ্যত অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টার নিন্দা করেছে ইকোওয়াস প্রেসিডেন্ট বন্দি

নিয়াম ঃ পশ্চিম আফ্রিকার ব্লক ইকোওইয়াস নিজারে বাহ্যত একটি অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টার নিন্দা করেছে।

নিজারের রাজধানী নিয়ামে থেকে পাওয়া খবরে বলা হয়েছে, দেশটির প্রেসিডেন্ট গার্ডের সদস্যরা বুধবার প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বাজউমকে প্রাসাদের ভেতর আটকে রাখে এবং ভবনে প্রবেশে বাধা দেয়। ইকোওয়াস নামে পরিচিত আঞ্চলিক ব্লক ওয়েস্ট আফ্রিকান স্টেটসের অর্থনৈতিক সম্প্রদায়, এটিকে অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে অভিহিত করে অবিলম্বে এবং কোনো শর্ত ছাড়াই প্রেসিডেন্টকে মুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছে। আফ্রিকান ইউনিয়ন কমিশনের চেয়ারম্যান ফাকি মাহামত আপাত অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার নিন্দা করেছেন এবং জড়িত সেনাদেরকে তাদের ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। নিজারের প্রেসিডেনশিয়াল প্রশাসন বলেছে, প্রেসিডেন্টের গার্ডের সদস্যরা বুধবার সকালে তাদের কথায় একটি প্রজাতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিল এবং জাতীয় সশস্ত্র বাহিনী এবং ন্যাশনাল গার্ডের সমর্থন পাওয়ার জন্য বৃথা চেষ্টা করেছিল। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ঘটনার সাথে জড়িত প্রেসিডেনশিয়াল গার্ডের সদস্যদের যদি হুঁশ ফিরে না আসে তবে নিজারের সেনাবাহিনী এবং ন্যাশনাল গার্ড তাদেরকে আক্রমণ করতে প্রস্তুত রয়েছে। পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটি এই অঞ্চলের সবচেয়ে অস্থিতিশীল রাষ্ট্র ।১৯৬০ সালে ফ্রান্সের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে চারটি অভ্যুত্থানের সম্মুখীন হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সম্মুখীন হয়েছে। ২০২১ সালের এপ্রিলে বামাউমের উদ্বোধনের দুই দিন আগে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থান শুরু করেছিল। সরকার ইসলামি জঙ্গিদের বিদ্রোহের বিরুদ্ধেও লড়াই করছে।

ইউনেস্কোতে পুনরায় যোগ দিল যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্ক ঃ মঙ্গলবার ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন পাঁচ বছর পর ইউনেস্কোতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাবর্তনের কথা নিশ্চিত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের অনুপস্থিতি চীনকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং প্রযুক্তি শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে দিয়েছে এমন উদ্বেগের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ইউনেস্কোতে প্রত্যাবর্তন করে ২০১১ সালে যুক্তরাষ্ট্র ইউনেস্কো থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। কারণ জাতিসংঘের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা ফিলিস্তিনকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ণ সদস্যপদ দিয়েছিল। ফিলিস্তিন জাতিসংঘস্বীকৃত রাষ্ট্র নয়। এর ফলে ওবামা প্রশাসন ইউনেস্কোতে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দেন যা ছিল সংস্থাটির বাজেটের প্রায় এক পঞ্চমাংশ।

ইউনেস্কো বিশ্বজুড়ে ১ হাজার ১৫৭টি সম্পদকে সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনোনীত করেছে, যার মধ্যে প্রাচীন শহর বেথলেহেম রয়েছে। ধরতে গেলে এটি ইসরাইলে অবস্থিত হলেও ইউনেস্কো এটিকে ফিলিস্তিনে অবস্থিত বলে লিপিবদ্ধ করেছে। ইউনেস্কোর সবচেয়ে বিখ্যাত টোটেমগুলো হলো এর বিশ্ব ঐতিহ্যের স্থানগুলো, যার মধ্যে এমন স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে যা মানব ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে।

এই বছর ইউনেস্কো তার পছন্দের তালিকায় আরেকটি এন্ট্রি যুক্ত করেছেঃ ইউক্রেনীয় বন্দর শহর ওডেসার ঐতিহাসিক কেন্দ্র। ইউক্রেনের কৃষি রপ্তানির জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। এই মাসে শহরটিতে রাশিয়া বিমান হামলা চালায়, এতে উঁচু ক্যাথেড্রালের ছাদের মধ্য দিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয় এবং বেদিটি ভেঙে যায়। ২০২২ সালে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করার পর থেকে ইউনেস্কো ইউক্রেনে তার মনোনীত সাংস্কৃতিক স্থানের ২৭০টি ক্ষতির সত্যতা যাচাই করেছে।

ইউনেস্কোর মহাপরিচালক অড্রে আজোলে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ফিরে আসায় এই সমস্ত সাংস্কৃতিক ভার বহন করার ভারী দায়িত্ব এখন হালকা হয়ে গেছে।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ভারতে আইআইটির ইতিহাসে নিয়োগ হলেন প্রথম মহিলা ডিরেক্টর

নয়া দিল্লি ঃ ইন্ডিয়ান ইস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বা আইআইটির ডিরেক্টর পদে পুরুষদেরই দেখা গেছে এতদিন পর্যন্ত। এই নিয়ে নানা সময়ে নানা মহলে গুঞ্জন উঠলেও কোনও মহিলাকে কোনও দিনই এই পদের দায়িত্বে দেখা যায়নি। অবশেষে সেই 'প্রথা' ভাঙতে চলেছে। এবার একটি আইআইটির ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন প্রীতি আঘালায়াম। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, তানজানিয়ার জানজিবারএ আইআইটি মাদ্রাজের প্রথম বিদেশী ক্যাম্পাস চালু হতে চলেছে। সেই ক্যাম্পাসের দায়িত্বই নিতে চলেছেন প্রীতি। প্রীতি নিজে আইআইটি মাদ্রাজেই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পঠনপাঠন করেছিলেন। তারপর সেখানেই অধ্যাপক হিসেবে কাজে যোগ দেন। তারপরে তানজানিয়ার এই ক্যাম্পাসের কাজে যুক্ত হন তিনি। এবার সেই আইআইটিরই ডিরেক্টর হচ্ছেন প্রীতি। স্বাভাবিকভাবেই, এমন সুযোগ পেয়ে খুবই খুশি প্রীতি। তিনি জানিয়েছেন, আমরা যতবার আইআইটি মাদ্রাজের প্রতিনিধি হিসেবে জানজিবারএ গেছি, ততবারই দেখেছি ওঁদের দিক থেকে অনেক বেশি সংখ্যক মহিলা প্রতিনিধিত্ব করছেন। ফলে আমাদের দিক থেকে এই বিষয়ে একটি সচেতন প্রয়াস রয়েছে নতুন ক্যাম্পাসে লিঙ্গ ভারসাম্য বজায় রাখার। সম্প্রতি ভারততানজানিয়ার মধ্যে একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেই সমঝোতার ফসল হিসেবেই আইআইটি মাদ্রাজ তানজানিয়ার জানজিবারএ প্রথম বিদেশী ক্যাম্পাস খুলছে। চলতি বছরের অক্টোবর মাস থেকে এই ক্যাম্পাসে পঠনপাঠন শুরু হবে।আপাতত সেখানে দু'টি কোর্স পড়ানো হবে বলে জানা গেছে, ডেটা সায়েন্স ও আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সি। এই দুই বিষয়েই সে দেশের পড়ুয়াদের আবেদনপত্র গ্রহণ করা শুরু হয়ে গেছে। গ্র্যাজুয়েশনের ক্ষেত্রে ৫০টি আসন এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের ক্ষেত্রে ২০টি আসন রয়েছে জানজিবারএর আইআইটি মাদ্রাজ ক্যাম্পাসে। প্রীতি বলেন, এখন দু'টি বিষয় নিয়ে শুরু হলেও ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু যুক্ত হবে। বাড়বে কোর্সের তালিকাও। আইআইটি মাদ্রাজের ডিরেক্টর ভি কামাকোটি বলেন, প্রীতিই প্রথম মহিলা, যিনি আইআইটির ডিরেক্টর হলেন। সবকিছুতেই আমাদের লিঙ্গ ভারসাম্য আনতে হবে। সেই জন্যই এই সিদ্ধান্ত। ১৯৯৫ সালে আইআইটি মাদ্রাজ থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিটেক পাশ করেন প্রীতি (Preeti Aghalayam)। এর পরে তিনি চলে যান ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস আমহার্স্টএ। সেখান থেকে পিএইচডি শেষ করেন ২০০০ সালে। এর পরে তিনি আইআইটি বম্বের সঙ্গে যুক্ত হন, সেখান থেকে ২০১০ সালে আইআইটি মাদ্রাজের অধ্যাপক হন। বর্তমানে তিনি আইআইটি মাদ্রাজের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। এবার আইআইটির তানজানিয়ার ক্যাম্পাসের ডিরেক্টর হতে চলেছেন তিনি।

চলচ্চিত্র

তপ ত্যাগ তান্ডব দেশে এবং বিদেশে দর্শকদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠছে

কালার্স টিভি চ্যানেলের জনপ্রিয় সিরিয়াল 'শিবশক্তি'তে 'অঘোরি' হয়েছেন জামশেদপুরের শামিল সিং

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ ঝাড়খণ্ডের মাটি গত পাঁচ দশক ধরে হিন্দি ও স্থানীয় ভাষার চলচ্চিত্র জগতে ডজন খানেক নামী অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক, প্রযোজক, গায়ক, গায়িকা দিয়েছে। যার হুঙ্কার আজও বাজে চলচ্চিত্র জগতে। জামশেদপুরের কদমার বাসিন্দা যুবক শামিল সিংও এই পর্বে জড়িত। এমন শামিল একজন ভালো নৃত্য শিল্পী, নৃত্য পরিচালক, নৃত্য প্রশিক্ষক এবং অভিনেতা। স্কুল জীবন থেকেই শামিলের নাচের প্রতি অনেক টান। স্কুল জীবনের পর তিনি দীর্ঘদিন জামশেদপুরে একটি নৃত্য প্রশিক্ষণ স্কুল পরিচালনা করেন। তখন তার হৃদয় টানতে থাকে অভিনয়ের দিকে। ২০১৯ সালে, তিনি ফিল্ম সিটি মুম্বাইয়ের দিকে প্রস্থান করেন। সেখানে পৌঁছানোর পর চলচ্চিত্র বা টিভি সিরিয়ালে কাজ করার জন্য সংঘর্ষ শুরু করেন। অনেক ফিল্ম কোম্পানিতে অডিশন দিয়েছেন, কিছু কোম্পানি থেকে কাজের আশ্বাস পেয়েছেন। কিন্তু শামিলের ভাগ্যকে আরেক পরীক্ষায় ফেলতে হলো। প্রায় দেড় বছর পর করোনা মহামারী সারাদেশে তোলপাড় সৃষ্টি করে এবং চলচ্চিত্র জগতে উড়ার স্বপ্নকে অক্ষুণ্ন রেখে ফিল্ম সিটি ছেড়ে লৌহ নগরীতে নিজ বাড়িতে ফিরতে হয় শামিলকে।

কিন্তু শামিল সিং বিখ্যাত কবি সোহান লাল দ্বিবেদীর কবিতা ব্যর্থতা একটি চ্যালেঞ্জ, এটি গ্রহণ করুন, যা অনুপস্থিত, দেখুন এবং উন্নতি করুন, যতক্ষণ না আপনি সফল হচ্ছেন, শান্তিতে ঘুমাবেন না, সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাবেন না, কিছু না করে জয় জয় কার হয় না , থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে করোনা মহামারীর অন্ধকার রাত পার হওয়ার পর ২০২২ সালে আবার মায়ানগরী মুম্বাই পৌঁছে আবার সংগ্রামের দিন শুরু করেন। এ সময় তিনি চলচ্চিত্র জগতের অনেক প্রযোজকপরিচালকের সঙ্গে দেখা করতে থাকেন। সর্বোপরি, শামিলের কঠোর পরিশ্রম এবং সংগ্রামের ফল পাওয়া যায় এবং তিনি ২০২২ সালে সনি টিভি চ্যানেলের বিখ্যাত সিরিয়াল গরুড় - এক ধর্মযোদ্ধা এ কাজ করার সুযোগ পান। এরপর কালারস এবং জিও সিনেমার জনপ্রিয় সিরিয়াল শিবশক্তি - তপ ত্যাগ তান্ডবএ প্রধান অভিনেতা যশ বর্ধন শিবের ভূমিকায় এবং শুভ রাজপুত সতীর ভূমিকায়, শামিল সিং সহ অভিনেতা অঘোরি চরিত্রে অভিনয় করেন। টিভি সিরিয়াল শিব শক্তি - তপ ত্যাগ তান্ডব দেশে এবং বিদেশে দর্শকদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং শামিল সিংও এতে তার অভিনয় দক্ষতা দেখাচ্ছেন। সিরিয়ালটি ভালো টিআরপি পাচ্ছে।

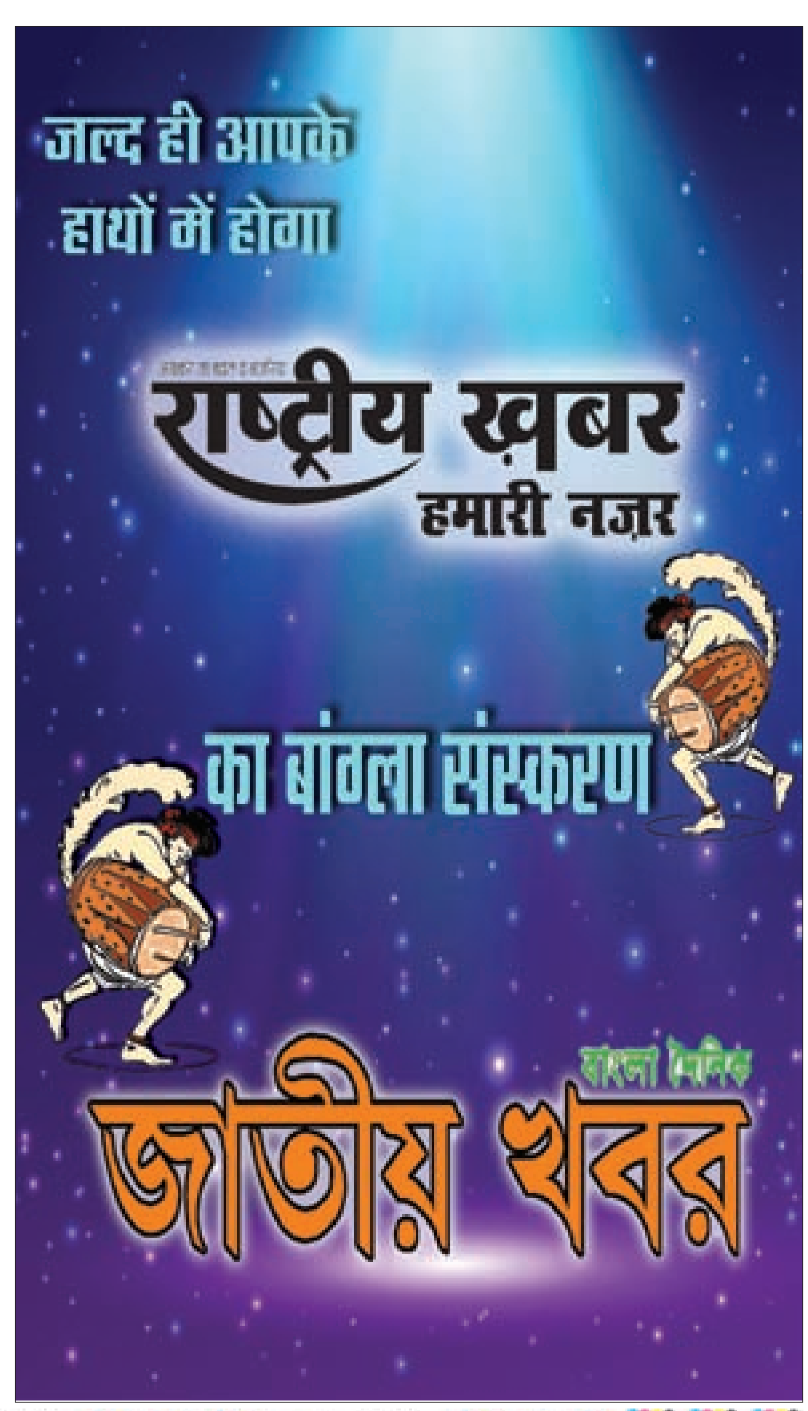

মণিপুরে আদিবাসী নারীদের ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে শনিবার মালদার গাজোলে বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল করলেন সংশ্লিষ্ট ব্লকের একটি আদিবাসী সংগঠনের সদস্যারা

মালদা ঃ মণিপুরে আদিবাসী নারীদের ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে শনিবার মালদার গাজোলে বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল করলেন সংশ্লিষ্ট ব্লকের একটি আদিবাসী সংগঠনের সদস্যারা। এদিন দুপুরে গাজোল ব্লকের বিদ্রোহী মোড় এলাকা থেকে আদিবাসীদের সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি রেলি বের হয়। সেটি গাজোলের ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক পরিক্রমা করে। এই রেলির শেষে মনিপুরের মুখ্যমন্ত্রী কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। পরে ওই আদিবাসী সংগঠনের কার্যালয়ের সামনেই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমেই এদিনের এই কর্মসূচি সমাপ্ত হয়।

মাংস কিনলেই বিনামূল্যে মিলবে হাঁড়ি কড়াই! উপচে পড়ছে ভিড়

জলপাইগুড়ি ঃ মাংস কিনলেই বিনামূল্যে মিলবে হাঁড়ি কড়াই! উপচে পড়ছে ভিড়। আপনি জানেন কি কোথায় পাওয়া যাচ্ছে এই সুবিধা? সপ্তাহে ছয়টি দিন অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন, অনেকে অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু রবিবার সকলেরই কম বেশি ছুটি থাকেই। অনেকেই মনে করেন এই রবিবারের দিনটি নিরিবিলি বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশে একটু ঘুরে আসতে। আবার অনেকে মনে করেন বন্ধুবান্ধব নিয়ে পিকনিক করতে যেতে। কিন্তু যেখানেই যান খরচের পরিমাণও বেশি। এই খরচ থেকে বাঁচতে এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে হলে আসতেই হবে বৈকন্ঠপুর ফরেস্টের মাঝে রয়েছে সরস্বতী পুর হাটে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যের আনন্দ উপভোগ করতে করতে আসতে পারেন এই হাটে। এখন বর্ষার দিন অতি বৃষ্টির পর আকাশে উকি দিচ্ছে সূর্য। তার মাঝেই রোদ ঝলমলে পাহাড়। আবহাওয়া একটু ভালো হতেই ফের জমে উঠলো জঙ্গলের মাঝে সাপ্তাহিকহাট। দীর্ঘ সাত দিন পর হাট মুখী হতে দেখা গেল চা বাগান শ্রমিক থেকে শুরু করে বন বস্তিবাসীদের। এবং বনবস্তি ছাড়াও শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ও বিভিন্ন জায়গার লোকের সমাগম এই জঙ্গলের হাটে। চারদিক ঘন জঙ্গলে ঘেরা, রয়েছে জীব জন্তুর ভয়।জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে মাটির রাস্তা,আর সেই রাস্তা দিয়েই পৌঁছতে হয় সাপ্তাহিক হাটে।যায় নাম সরস্বতীরপুর আবার কেউ বলেন এটা নাগপুরের হাট। প্রতি রবিবার হাট বসলেও বৃষ্টির কারণে কয়েকদিন ঠিকমতো হাট বসেনি। বৃষ্টি কমতেই ফের জমে উঠেছে সরস্বতীপুর হাট। অন্যান্য জিনিসের থেকেও এই হাটের বিখ্যাত মাংস। এখানে পাওয়া যায় মুরগির মাংস, খাসির মাংস ,এমনকি শুযরের মাংসও। নিজেদের পছন্দমতো মাংস কিনতে প্রতি রবিবার ভিড় জমায় ক্রেতারা। মাংস কেনার সাথে এখানে এক বিশেষত্ব রয়েছে। ইচ্ছে হলেই জঙ্গলের মাঝে নিরিবিলি পরিবেশে আপনার সেই কেনা মাংস দিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন করে আসতে পারেন।সরস্বতীপুর হাটে সেই ব্যবস্থাও আছে। মাংস কিনলেই সেই মাংস রান্না করার হাঁড়ি, কড়াই যাবতীয় বাসনপত্র বিনামূল্যে দেয় দোকানদাররা। জঙ্গলের মাঝে রান্না করে পুনরায় সেই হাঁড়ি, কড়াই দোকানে ফেরত দিতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে চলছে এই ব্যবস্থা। এতে ক্রেতারাও যেমন খুশি তেমনি দোকানদারদের বেড়েছে মাংস বিক্রি। জঙ্গলের মাঝে মাংস রান্না করে খেতে প্রতি রবিবার হাটের দিন ভিড় জমায় বনবস্তির বাসিন্দা থেকে শুরু করে বিভিন্ন এলাকার মানুষ।

নকশাল বাড়ির এশিয়ান হাইওয়ে ২ জাতীয় সড়কে চার চাকার মাল বোঝাই গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু এক বৃদ্ধার

শিলিগুড়ি ঃ নকশাল বাড়ির এশিয়ান হাইওয়ে ২ জাতীয় সড়কে চার চাকার মাল বোঝাই গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু এক বৃদ্ধার ।জানা গিয়েছে ওই বৃদ্ধা শনিবার সকালে প্রাত ভ্রমনের জন্য বাড়ির থেকে বেরিয়ে হয় । ঠিক সেই সময় নকশালবাড়ি রথখোলার এশিয়ান হাইওয়ে ২ জাতীয় সড়কে চার চাকার মাল বোঝাই গাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্হলেই মৃত্যু হয় বৃদ্ধার। মৃতের নাম ঊষা মধু (৫৫) , সে নক্সালবাড়ির উওর রথখোলার বাসিন্দা। এর পর স্হানীয়রা দীর্ঘ খন এশিয়ান হাইওয়ে ২ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। পরে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নকশাল বাড়ি থানার পুলিশ। পুলিশি আশ্বাসে অবরোধ তুলেনেন স্হানীয় বাসিন্দারা। তবে ঘটনার জেরে দীর্ঘক্ষণ জানজটের সৃষ্টি হয়। মৃতদেহ উদ্ধার করে নকশাল বাড়ি গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য উত্তর বঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দিনহাটার বিজেপির শহর মন্ডল সভাপতি অজয় রায় গ্রেফতার

কোচবিহার ঃ দিনহাটা শহর মন্ডল সভাপতি অজয় রায় কে গ্রেফতার করলো পুলিশ।সূত্রের খবর তুফানগঞ্জের বক্সিরহাট আসাম বাংলা সীমান্ত থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তার বিরুদ্ধে দুটি ক্রিমিনাল মামলা রয়েছে। সেই মামলায় অজয় রায় প্রধান অভিযুক্ত। তবে কবেকার মামলা,কোন মামলা সেই বিষয়ে এখনো কোনো তথ্য দেয়নি পুলিশ। তবে অজয় রায়ের বিরুদ্ধে গত বিধানসভা নির্বাচনের পর উদয়ন গুহের উপর হামলার অভিযোগ রয়েছে। সেই হামলায় উদয়ন গুহের হাত ভেঙে যায়। এছাড়াও গত ১০ই জুলাই পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল ঘোষণার আগের দিন রাতে অজয় রায় গণনা কেন্দ্রে প্রবেশ করে বিডিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেন নির্দিষ্ট সময়ের আগে স্ট্রং রুম খোলা হয়েছে।অজয় রায় এর স্ট্রংরুমে প্রবেশ করাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। সেই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগে তৃণমূল কর্মীদের মারধর করা এবং পুলিশের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ করা হয়। তবে অজয় রায়ের এই গ্রেফতারের ঘটনার সঙ্গে কোন মামলা জড়িত রয়েছে তা এখনো পরিষ্কার নয়।

বর্বরতায় মণিপুরকেও টেক্কা দিচ্ছে মালদা। পুলিশ ফাঁড়ির পাশেই সিভিক ভলেন্টিয়ারদের সামনেই দুজন মহিলাকে নগ্ন করে অকথ্য মার প্রকাশ্যে, দিনে দুপুরে, হাটের মাঝখানে

মালদা ঃ বর্বরতায় মণিপুরকেও টেক্কা দিচ্ছে মালদা। পুলিশ ফাঁড়ির পাশেই সিভিক ভলেন্টিয়ারদের সামনেই দুজন মহিলাকে নগ্ন করে অকথ্য মার প্রকাশ্যে, দিনে দুপুরে, হাটের মাঝখানে। অসংখ্য মানুষের ভিড় তো আছেই, রয়েছে সিভিক ভলেন্টিয়াররাও। আর শ্রী ছবি এখন সোস্যাল মিডিয়ায়। মালদার বামোনগোলা থানার পাকুয়াহাট এর ঘটনা। মঙ্গলবার করে এখানে বড় হাট বসে। আর সেই হাটের মধ্যে দুই মহিলাকে পকেটমার সন্দেহে আটক করে পেটাতে থাকে মানুষ। নগ্ন করে প্রকাশ্যে বাধা দেয়। কিছু সিভিক ভলেন্টিয়ার প্রথমে বাধা দিলেও পরে তাঁরা সরে যায়। দ্রুত পুলিশ ঘটনাস্থলে এলো না কেন, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। কারণ দীর্ঘ সময় ধরে চলে এই তান্ডব। বর্বরতা। জানা যাচ্ছে, দুই মিহিলা মানিকচকের বাসিন্দা।

জোর করে টাকা আদায়ের অভিযোগে প্রতিবাদ করায় চাকু দিয়ে হামলা। ঘটনায় জখম দুই। ঘটনাটি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর শহরের বীজ হাট্টি এলাকায়

উত্তর দিনাজপুর — জোর করে টাকা আদায়ের অভিযোগে প্রতিবাদ করায় চাকু দিয়ে হামলা। ঘটনায় জখম দুই। ঘটনাটি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর শহরের বীজ হাট্টি এলাকায়। সমস্ত ঘটনা সিসিটিভ ক্যামেরায় বন্দী।স্থানীয় সূত্রে জানা যায় উওর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর শহরের বীজ হাট্টি এলাকায় রতন সাহা নামে এক কাপড় ব্যবসায়ীর কাছে দীর্ঘদিন ধরে তোফিক নামে এক যুবক মিথ্যা গল্প সাজিয়ে বকেয়া টাকার নাম করে জোর করে টাকার জন্য ওই ব্যবসায়ীকে চাপ দিতে শুরু করে বলে অভিযোগ। ওই যুবক কিছুদিন আগে তার কিছু বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে ওই কাপড় ব্যবসায়ীর কাছে টাকা আদায়ের জন্য দোকানে এসে ঝামেলা সৃষ্টি করে। এবং ওই কাপড় ব্যবসায়ীকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয় অভিযুক্তরা। আজ সকালে ওই কাপড় ব্যবসায়ীর দোকানে সাহিল নামে এক যুবক আবার টাকা আদায়ের জন্য ঝামেলা সৃষ্টি করে। তখন দোকান মালিকের ভাগ্নে অসিম সাহা নামে এক যুবক প্রতিবাদ করায় তাকে চাকু দিয়ে একাধিক জায়গায় আঘাত করে বলে অভিযোগ। তাকে বাঁচাতে গেলে এই ঘটনায় স্হানীয় আরও এক যুবক জখম হয়। এরপর ওই অভিযুক্ত যুবক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। জখমদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচা বন্দি হলো একটি পূর্ণ চিতা বাঘ

জলপাইগুড়ি ঃ ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচা বন্দি হলো চিতা বাঘ। ডুয়ার্সের নাগরাকাটা ব্লকের ভগৎপুর চা বাগানের ঘটনা। জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরে ভগৎপুর চা বাগানে চিতা বাঘের উপস্থিতি লক্ষ্য করছিলেন চা শ্রমিকরা। আতঙ্ক ছড়িয়েছিল গোটা চা বাগানে। এরপর চিতা বাঘটিকে ধরার জন্য ছাগলের টোপ দিয়ে শ্রমিক মহল্লার কাছে ১৫ নম্বর সেকশনে খাঁচা পাতে বন দপ্তর। খাবারের লোভে শনিবার ভোরে অবশেষে খাঁচাবন্দি হলো পূর্ণ বয়স্ক চিতাবাঘটি। এদিন চিতাবাঘের গর্জন শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন। খবর পেয়ে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করার জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খুনিয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা।বনদপ্তর সূত্রে খবর,এদিন উদ্ধার হওয়া পুরুষ চিতা বাঘটিকে সকালেই জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিবাদের জেরে ৩৪ নং ওয়ার্ড সভাপতি সহ TMC কর্মীদের মারধরের অভিযোগ

শিলিগুড়ি — বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিবাদের জেরে ৩৪ নং ওয়ার্ড সভাপতি সহ TMC কর্মীদের মারধরের অভিযোগ। জানা যায়, শুক্রবার রাতে জখন ওয়ার্ড সভাপতি অরূপ চক্রবর্তী ও কিছু তৃনমূল নেতা কর্মীরা ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত তাদের পার্টি অফিসে যান তখন বাড়ি ভাড়া নিয়ে বেশ কয়েকজনের সাথে বিবাদ শুরু হয়। এই সময় অরূপ চক্রবর্তী ও তৃনমূল কর্মীদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। তারপরই গখগু থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অরূপ চক্রবর্তী। ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়।

পকসো আইনে সশ্রম কারাদণ্ড

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ ২০১৯ সালে সিউড়ি থানা এলাকার বাসিন্দা এক যুবক বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক নাবালিকার সঙ্গে সহবাস করে । নাবালিকা গর্ভবতী হয়ে সন্তানের জন্ম দেয় কিন্তু তখন যুবক বিয়ে করতে অস্বীকার করে । সিউড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করে । সিউড়ি থানার পুলিশ পকসো আইনে মামলা রুজু করে যুবককে গ্রেপ্তার করে । নাবালিকা সাবালিকা হওয়ার পর যুবকটি তাকে বিয়ে করে । যুবকটি জামিনে ছাড়া পাওয়ার পর নির্যাতিতাকে সন্তান সহ বাড়ী থেকে বের করে দেয় । আসামী যুবকের প্রথম পক্ষের স্ত্রী সন্তান আছে । মামলা চলার পর ছাব্বিশে জুলাই আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত । স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর রনজিৎ গাঙ্গুলি বলেন, ভূমিষ্ঠ সন্তানের রক্তের সঙ্গে আসামী যুবকের রক্তের ফরেনসিক রিপোর্ট পজিটিভ আসে । সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ বিচার করে মহামান্য বিচারক আসামী যুবককে কুড়িবছরের সশ্রম কারাদন্ডের নির্দেশ দেন ।

এফসিআই গোডাউন পরিদর্শনে পড়ুয়ারা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সিউড়ি একনং ব্লকের কড়িধ্যা যদুরায় মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর তিরিশজন পড়ুয়া একজন শিক্ষিকা ও একজন শিক্ষকের সঙ্গে বৃহস্পতিবার এফসিআই গোডাউন পরিদর্শন করলো । রেশনের কেমন চাল দেওয়া হয়, মিড ডেমিল রান্নায় কেমন চাল ব্যবহার করা হয়, কিভাবে চাল সংরক্ষন করা হয় " এইসব বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয় । পড়ুয়া শাওনী ঘোষ,শিক্ষক সুমিত ঘোষ বলেন, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দেখা হলো । এবারই প্রথম দেখলো ।

এবছরও আদালতের নির্দেশে চ্যানেল মারফত ঢালতে হবে জল, বন্ধ হলো গর্ভগৃহে প্রবেশ

জলপাইগুড়ি ঃঐতিহ্যবাহী জল্পেশ শ্রাবণী মেলায় ফের জটিলতা শুরু।আদালতের নির্দেশে এবছরেও বন্ধ থাকবে মন্দিরের গর্ভ গৃহ।চ্যানেল মারফত ঢালতে হবে জল। গত বছরের মতো এ বছরেও শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করে শিবের মাথায় জল ঢালতে পারবেন না ভক্তরা। তার পরিবর্তে গত বছরের মতো তৈরি করা হবে চ্যানেল। যার মাধ্যমে জল গিয়ে পৌঁছবে গর্ভ গৃহে। আর সেটা জয়েঃট স্কিনের মাধ্যমে দেখতে পারবে ভ্ক্তরা।এদিন জল্পেশ মন্দিরে আসেন ময়নাগুড়ির ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভ্র নন্দী, ময়নাগুড়ি থানার আইসি তমাল দাস সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা। তারা ঘটনাস্থলে এসে মন্দির কমিটির সম্পাদক কে ঘটনাস্থলে ডাকলে তিনি আসেননি। পরবর্তীতে জল্পেশ মন্দির কমিটির অফিস ঘরের দেওয়ালে কোর্টের নির্দেশিকা পত্রটি সাটিয়ে দেওয়া হয়।বিডিও জানান, একটি জনস্বাস্থ্য মামলা হয়েছে।কলকাতা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস নির্দেশ দিয়েছে আগের বছর যে নিয়ম ছিল সেই নিয়ম বলবত থাকবে। এই একই নিয়মে জল ঢালা হবে। এদিন কাজ শুরু করে দেওয়া হল চ্যানেল তৈরির জন্য। জায়ান্ট স্ক্রিন বসানো হবে। এদিকে ইতিমধ্যেই সেই চ্যানেল তৈরির কাজ শুরু করেছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ। তবে আদালতের নির্দেশিকার ফলে আপাতত টিকিট বন্ধ থাকবে ভক্তদের জন্য।যেহেতু মন্দির কর্তৃপক্ষ থেকে বেশ কিছু ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করা হয়েছে ফলে তাদের খরচ বহন করতে না পারায় তাদের আপাতত বসিয়ে রাখা হবে। ফলে নিরাপত্তার পুরো বিষয়টি পুলিশ প্রশাসন দেখবেন বলে জানিয়েছেন মন্দিরের সম্পাদক গীরিন দেব।

সপ্তম রোজগার মেলায় যোগ দিয়ে পুনঃনির্বাচনের দাবি তোলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা

শিলিগুড়ি ঃ রাজ্যে পুনরায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের দাবি জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা। শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ মারোয়ারী ভবনে সপ্তম রোজগার মেলায় শনিবার যোগদান করেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জন বারলা। সপ্তম রোজগার মেলা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে প্রায় ১০০জন যুবক যুবতীকে চাকরীর নিয়োগ পত্র তুলে দেওয়া হয়।কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে প্রকাশিত পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২২ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত রোজগার মেলার মঞ্চ থেকে মোট ২ লাখ ৬২ হাজারের বেশি নবীনকে নিয়োগপত্র পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যাঁরা এই সময়কালে সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের কাছে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য রয়েছে।সপ্তম রোজগার মেলায় নিয়োগ পত্র প্রদান করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, রাজ্যে যে সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে ভোট হয়েছে তা গনতন্ত্রের হনন হয়েছি।ভোটের দিন থেকে গননার দিন পর্যন্ত যে তিন দিনের সময় ছিল, সে কদিনের মধ্যে তৃনমূল ব্যালট বক্স থেকে শুরু করে ব্যালট পেপার চুরি করেছে। তিনি পুনরায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের দাবি জানানোর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নির্বাচন করানোর দাবি জানান।কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নির্বাচন হলে তৃনমূল কখনই জয়ী হতে পারবে না বলে দাবি করেন।রোজগার মেলা থেকে নিয়োগপত্র পেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি যুবক যুবতীরা।

শিলিগুড়ির মাটিগাড়া এলাকায় সিটি সেন্টারের সামনে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু এক যুবকের

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির মাটিগাড়া এলাকায় সিটি সেন্টারের সামনে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু এক যুবকের। ঘটনাস্থ্লে রেল পুলিশ ও মাটিগাড়া থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। শিলিগুড়ির মাটিগাড়া এলাকায় সিটি সেন্টারের সামনে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু এক যুবকের। ঘটনাস্থ্লে রেল পুলিশ ও মাটিগাড়া থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

অজয় রায়কে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিল দিনহাটা আদালত

কোচবিহার ঃ গ্রেফতার হওয়া বিজেপি নেতা অজয় রায়কে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিল দিনহাটা আদালত।কোচবিহার বক্সিরহাট আসাম সীমান্ত থেকে শুক্রবার রাতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। শনিবার তাকে দিনহাটা আদালতে তোলা হলে পুলিশ ১৪ দিনের জেল হেফাজতের আবেদন জানালে, বিচারক তাকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। কোর্ট থেকে বেরিয়েই নিজের মাকে জড়িয়ে ধরেন এবং প্রণাম করে গাড়িতে ওঠার আগে অজয় রায় বলেন, আমি চক্রান্তের শিকার। আমার শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত ভারত মাতা কি জয় কথাটি আমার মুখ দিয়ে বেরোবে।

আবারও ঘটে গেল বড়সড়ো দুর্ঘটনা, অল্পের জন্য রক্ষা পেল চালক

শিলিগুড়ি আবারও ঘটে গেল বড়সড়ো দুর্ঘটনা, অল্পের জন্য রক্ষা পেল চালক।শনিবার সকালে ফুলবাড়ী মহানন্দা ব্যারেজ এলাকায় একটি কংটেনার ওপর একটি দাড়িয়ে থাকা ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে। ঘটনায় পুরোপুরি ভাবে দুমড়েমুচড়ে যায় কনটেইনার গাড়িটি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গভীর রাতে বৃষ্টির ফলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আর সেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুমড়েমুচড়ে যাওয়া গাড়ির ভিতরে আটকে ছিল চালক এবং সহকারী চালক, এরপর স্থানীয়রা ছুটে এসে সেই আহত চালক ও সহকারী চালককে উদ্ধার করে ফুলবাড়ি এলাকার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে পাঠান। এবং তারা সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছে বলে জানা যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন ফুলবাড়ি ট্রাফিক আউটপোস্টের পুলিশ কর্মীরা ও নিউ জলপাইগুড়ি থানা পুলিশ

গাড়ির কাঁচ ভেঙে চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি চেকপোস্ট এলাকাতে চারচাকা গাড়ি রেখে বাজার করতে গিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। সেই সুযোগ নিয়ে গাড়ির কাঁচ ভেঙে প্রায় ৪০ হাজার টাকা, ল্যাপটপ সহ নানা সামগ্রী নিয়ে চম্পট দিয়েছিল চোর। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি ভক্তিনগর থানার পুলিশ। উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া সামগ্রী। ঘটনাটি ঘটে চলতি মাসের ২০ তারিখ রাতে। শুক্রবার সকালে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের অন্তর্গত ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন গাড়ির মালিক। ঘটনার তদন্তে নেমে শুক্রবার ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত এলাকাতে অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সাথেই উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া ল্যাপটপ ও অন্যান্য সামগ্রী । তবে নগদ চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে ২১,৯০০ টাকা উদ্ধার করতে পেরেছে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম বিশ্বজিৎ ডাউনলেন, তার বয়স ২৭। ধৃত শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত প্রমোদনগর এলাকার বাসিন্দা। ধৃত ব্যক্তিকে শনিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিনা চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে

মালদা ঃবিনা চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ইংরেজ বাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা যায় আজ সকালে মালদা জেলার হবিবপুর থানার মধ্যম কেন্দুয়া এলাকার জয় কুন্ডু বয়স (২৩) বছর এর নামে এক যুবক কালিয়াচক থেকে কাজ ছেড়ে মোটরবাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। ফেরার সময় মালদার বাধা পুকুরের বাইপাস এলাকায় পথদুর্ঘটনার কবলে পরে গুরুতর আহত হন। স্থানীয় ও পুরুষের সাহায্যে ওই যুবককে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সকালে। রোগীর পরিবারের দাবি সকালে ভর্তি করার পরেও চিকিৎসক ও নার্স ঠিকমতো চিকিৎসা করেননি ওই রোগীকে। এরপর দুপুর ১২ টা নাগাদ ওই রোগীর মৃত্যু হয় বলে জানা যায় পরিবারের কাছে। মৃত্যু হতেই পরিবারের লোকেরা কর্মরত চিকিৎসক ও নার্সদেরকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। এরপর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়। পরে মৃত দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।

মৃত্যুর হাতছানি মহাসড়কে। প্রাণ হাতে নিয়ে প্রতিনিয়ত যাত্রা করতে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের

আলিপুরদুয়ারঃ মৃত্যুর হাতছানি মহাসড়কে। প্রাণ হাতে নিয়ে প্রতিনিয়ত যাত্রা করতে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের। যেতে আসতে কোথাও ঢেউ খেলানো চড়াই উত্রাই আবার কোথাও জলে ভর্তি বড় বড় গর্ত। সড়কের কোথাও কোথাও তৈরি হয়েছে ব্ল্যাকহোল।ফালাকাটা থেকে আলিপুরদুয়ারগামী মহাসড়কের কাজ থমকে যাওয়ায় নিত্যযাত্রীদের কষ্ট ভোগ করে যাতায়ত করতে হচ্ছে প্রতিদিন ।ফালাকাটা আলিপুরদুয়ার শহরের পাশে অবস্থিত বাসিন্দারা দলমতনির্বিশেষে জাতীয় মহাসড়ক উন্নত করার দাবিতে আঃেদালনে সামিল হয়েছেন। দ্রুত এই মহাসড়ক সম্পন্ন করার দাবি তুলেছে এই সংগঠন ।

বুনো হাতি হানা দিয়ে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিল ঘর

আলিপুরদুয়ারঃ বুনো হাতি হানা দিয়ে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিল ঘর । গতকাল গভীর রাতে বক্সা জঙ্গল থেকে বুনো হাতির দল রাধারাণী চা বাগানে প্রবেশ করে এলাকার দুটি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত করে। বুনো হাতি এলাকার বাসিন্দা ফুলজেন টেটের পাকা ঘর ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয় এমনকি ঘরে রাখা আসবাবপত্র সমস্ত কিছু ভেঙ্গে দেয় ।বাসিন্দারা জানান প্রতিনিয়ত হাতি হানা দিচ্ছে। হাতির হানায় সবাই দিশেহারা বুনো হাতি হানা দিয়ে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিল ঘর । গতকাল গভীর রাতে বক্সা জঙ্গল থেকে বুনো হাতির দল রাধারাণী চা বাগানে প্রবেশ করে এলাকার দুটি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত করে। বুনো হাতি এলাকার বাসিন্দা ফুলজেন টেটের পাকা ঘর ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয় এমনকি ঘরে রাখা আসবাবপত্র সমস্ত কিছু ভেঙ্গে দেয় ।বাসিন্দারা জানান প্রতিনিয়ত হাতি হানা দিচ্ছে। হাতির হানায় সবাই দিশেহারা

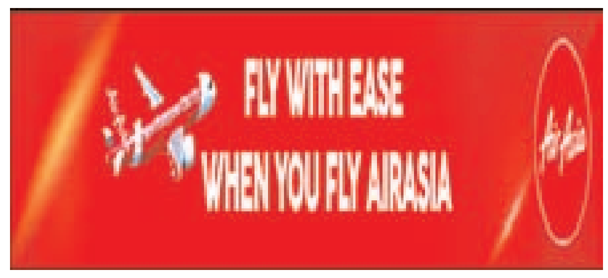

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য মিসাইল ম্যান ডঃ এপিজে আবদুল কালামকে

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। ভারতরত্ন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামের মৃত্যুবার্ষিকীতে, জেলা কংগ্রেস কমিটি অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী সেল অফিসে, জেলার কংগ্রেস জনগণ দেশের মহান বিভূতির ছবিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ওবিসি সেলের জেলা সভাপতি সন্তোষ কুমার যাদব শ্রদ্ধা সভায় সভাপতিত্ব করেন, সভায় উপস্থিত ছিলেন ঝাড়খণ্ড রাজ্য কংগ্রেসের সচিব মনোজ সাহাই পিংকু প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং মহান বিজ্ঞানী কালামকে ক্ষেপণাস্ত্র মানব হিসেবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি এবং বলেন উনি দেশে পারমাণবিক বিপ্লব এনে ছিলেন। শ্রদ্ধা সভায় উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের প্রবীণ সদস্য আনোয়ারুল হক, রাজ্য মহিলা সম্পাদক অর্চনা কুমারী, প্রাক্তন নগর কংগ্রেস সভাপতি গণেশ স্বর্ণকার, জেলা সাধারণ সম্পাদক আশিস পান্ডে, মহিলা জেলা সভাপতি প্রিয়া সিং, শহর কংগ্রেস সভাপতি প্রভাত কুমার রাম, মহিলা নেত্রী রীনা দেবী, ওবিসি শহর সভাপতি সুভাষ সিং যাদব, অরবিন্দ শেঠ, পঙ্কজ কুমার,পবন মোদী, নবীন কুমার সহ জেলার কংগ্রেস নেতারা।

‘স্রোতের বিরুদ্ধে’ বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ অনুষ্ঠান হল নদীয়ার স্পোর্টস ভিলেজে

নদীয়া ঃ ইংলিশ চ্যানেল সহ পৃথিবীর চারটি চ্যানেল জয়ী সাঁতারু সায়নী দাসের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘স্রোতের বিরুদ্ধে’ বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ অনুষ্ঠান হল নদীয়ার স্পোর্টস ভিলেজে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক্তন অধিনায়ক তরুন দে, ঐক্য সম্মিলনী ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলার অরবিন্দ রায়, সায়নী দাসের সাঁতার প্রশিক্ষক তমাল দাস। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমানের ক্রীড়া সংগঠক সুশীল কুমার মিশ্র, নদীয়া জেলা স্যুইমিং এসোসিয়েশনের সহ ঃ সম্পাদক তারক হালদার, নদীয়া জেলার হকি এসোসিয়েশনের সহ ঃ সম্পাদক সুশান্ত হালদার প্রমুখ ক্রীড়া জগতের বিশিষ্টজনেরা। বিজ্ঞান কর্মী বিমল সরকার, পরিবেশ কর্মী বাপী ঠাকুর চক্রবর্তী, স্থানীয় বিভিন্ন ক্লাব সংস্থা, শিক্ষক সহ বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। স্পোর্টস ভিলেজের বিভিন্ন বিভাগের খেলোয়াড়, অভিভাবকেরাও উপস্থিত ছিলেন। কিশোর বাহিনীর পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে কাজু গাছের চারা বিতরণ করা হয়। স্পোর্টস ভিলেজের ন্যাশনাল মেডেল জয়ী রোলার স্কেটারদের সম্বর্ধিত করে সাঁতারু সায়নী দাস। অনুষ্ঠানে নৃত্য, সংগীত পরিবেশিত হয়। উপস্থিত অতিথি সহ সায়নী দাসের বক্তব্য সকলকে প্রাণিত করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অমিতাভ চক্রবর্তী। সঞ্চালনা করেন স্পোর্টস ভিলেজের সম্পাদক দীপক রায়।

ডোবার জল থেকে উদ্ধার করা হল এক মহিলার মৃতদেহ। শনিবার সকালে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন রাখালদেবী এলাকায়

জলপাইগুড়ি ঃ জানা গেছে, মৃত মহিলার নাম মঞ্জু মজুমদার। তাঁর স্বামীর নাম বঙ্কিম মজুমদার। মৃতার আত্মীয় জানান, দীর্ঘদিন ধরেই মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন তিনি। চিকিৎসা করিয়ে ওষুধ খাওয়ানো হতো। তবে সম্প্রতি ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি। খাবারও ঠিকমতো খেতেন না। এজন্য শরীর ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। যদিও ডোবার জলে তিনি কিভাবে পড়ে গিয়েছেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না কেউ। এই ঘটনা হত্যা নাকি আত্মহত্যা তাও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ইসলামপুরে খুন হওয়া বিজেপি নেতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যের যুব মোর্চার সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ

শিলিগুড়ি ঃ ইসলামপুরে তোলাবাজির প্রতিবাদ করায় খুন হওয়া বিজেপি নেতা অসীম সাহার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে অভিযুক্তদের কড়া শাস্তির দাবি জানালেন বিজেপির রাজ্য যুব মোর্চা সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ। রবিবার সকালে শিলিগুড়ির নার্সিংহোমে মৃত অসীম সাহার পরিবারের দেখা করেন তিনি। ইন্দ্রনীল খাঁ বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডার নেতৃত্বে রাজ্যে সিন্ডিকেট ও তোলাবাজি চলছে। আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পরেছে। একইভাবে আমাদের যুব মোর্চার সক্রিয় সেনা অসীম সাহা তোলাবাজির প্রতিবাদ করায় তৃণমূলের গুন্ডারা তাকে খুন করল। সেজন্য আজ বনধ ডাকা হয়েছে। গোটা রাজ্যে এই ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলণ সংগঠিত করা হবে। প্রসঙ্গত, শনিবার প্রকাশ্য দিবালোকে বিজেপি নেতা অসীম সাহার ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হয়। তাকে বাঁচাতে গিয়ে আরও একজন জখম হন। ঘটনার পর অসীম সাহাকে শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে মৃত্যু হয় তার।

ঝুঁকি নিয়ে গুইসাপের জীবন বাঁচালেন পরিবেশ কর্মী

জলপাইগুড়ি ঃ চার নম্বর ঘুমটি পুরাতন মসজিদ সংলগ্ন এলাকার একটি বাড়ির রান্না ঘরের সিলিং এ আটকে আছে একটি গুই সাপ(Yellow Monitor Lizard)। রান্না ঘরের টিন ও সিলিং এর ফাঁকে আটকে পড়ে গরমে হাঁসফাঁস করছে। দীর্ঘ সময় ধরে আটকে থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছিলো গুইসাপটি। এদিকে গুঁইসাপের আতংকে বন্ধ রান্না। রান্না ঘর ছেড়ে দৌড়ে পালালেন গৃহকর্তী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান গ্রীন জলপাইগুড়ি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সভাপতি বিনোদ আগরওয়াল ও সম্পাদক অংকুর দাস।। নিজেদের ঝুঁকি নিয়ে গুইসাপটি কে উদ্ধার করেন পরিবেশ প্রেমী অংকুর দাস। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে নিরাপদে ছেড়ে দেন।। গ্রীন জলপাইগুড়ি সম্পাদক তথা পরিবেশ প্রেমী অংকুর দাস জানান, গুঁইসাপ টিকে বাঁচাতে পেরে ভালো লাগছে।আরো কিছুক্ষন এভাবে থাকলে,গুইসাপটি মারা যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো।ওকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।।

গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ

মালদা ঃরতুয়া ২ নম্বর ব্লকের নৌওগামা গ্রামে তামান্না খাতুন নামে এই গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। তামান্না খাতুন এর পরিবারের লোকজনেরা জানান গত ছয় মাস আগে তামান্না খাতুন নওগোমা গ্রামের বাসিন্দা তাফিরুল ইসলাম সাথে পালিয়ে বিয়ে করে। বিয়ের একমাস পর থেকেই তাফিরুল ইসলাম এবং তার পরিবারের লোকজন টাকার দাবিতে তামান্না খাতুন এর উপরে নির্যাতন করত। এর আগেও বেশ কয়েকবার টাকার দাবিতে তাফিরুল ইসলাম তামান্না খাতুন এর গায়ে ব্লেড দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় কেটে দেয়। এমনটাই পারবান বিবি জানান। স্বামী এবং শ্বশুর বাড়ি লোকজনদের অত্যাচারে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে এমনটাই মেয়ের পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে। নিচকে এটি আত্মহত ্যা নাকি এর পিছনে কোন রহস্যর লুকিয়ে রয়েছে তদন্তে নেমেছে পুকুরিয়া থানার পুলিশ। পুলিশ দেহটিকে ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে পাঠাই।

জলপাইগুড়ির ঐতিহ্যবাহী মনসা পূজা এবার ৫১৩ তম বর্ষে পদার্পণ করবে

জলপাইগুড়ি ঃশ্রাবণের ৩২ তারিখে এবারের মনসা পুজো শুরু হবে। পূজার পাশাপাশি মেলাও বসে। পূজার প্রস্তুতির কথা রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ীর পুরোহিত শিবু ঘোষাল । তিনি বলেন,’ ১৭ই আগস্ট পুজো হতো, কিন্তু যেহেতু এবার মল সেই,৩১শে শ্রাবন মল মাস শেষ ,সেই কারণে ১৮ ঐ অগাস্ট অর্থাৎ ৩২শে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে এবারের মনসা পুজো হবে।’

সাত সকালে পথ দুর্ঘটনা, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন ধুপগুড়ির দুই খেলোয়াড়

জলপাইগুড়ি ঃ অল্পের জন্যে প্রাণে বাঁচলেন দুই জন খেলোয়াড়। প্রতিদিনের নেয় এদিও সকাল ৫টা নাগাদ দুই খেলোয়াড় শরীর চর্চার জন্য এশিয়ান হাইওয়ের ৪৮ নং ধরে ধূপগুড়ি খেলার মাঠে যাচ্ছিলেন প্র্যাকটিসের জন্য এমন সময় আসাম থেকে দিনাজপুর যাওয়ার পথে একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিং এর উপরে উঠে যায়। অল্পের জন্য প্রাণ রক্ষা পেলেন দুই খেলোয়াড়। প্রত্যক্ষদর্শী খেলোয়াড় গগন রায় জানান, প্রচন্ড গতিতে একটি পিকআপ ভ্যান গয়েরকাটার দিক থেকে ধূপগুড়ি যাওয়ার পথে রেলিং এর উপরে উঠে যায়। ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর না থাকলেও বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় তারা। অন্যদিকে সাত সকালে এমন দুর্ঘটনা ঘটায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি মিলপাড়া এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন ধুপগুড়ির ট্রাফিক পুলিশ ঘাতক গাড়িটিকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন।

ভোটের হিংসায় এখনো ঘরে ফিরতে পারেনি শতাধিক মানুষ, আতঙ্কে গ্রামবাসী

জলপাইগুড়ি ঃ রাজগঞ্জ বিধানসভার সন্ন্যাসী কাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের জুম্মাগছ,কুয়ার বাড়ি,সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ ঘর ছাড়া।ভোটের দিনের হিংসায় আতঙ্কে ঘর ছাড়েন এলাকার শতাধিক নারী ও পুরুষ ভোটার ।আতঙ্কে ঘরে থাকেন উক্ত কয়েকটি পাড়ার শতাধিক পরিবারের বাড়ির লোকজন।ঘর ছাড়া গ্রামবাসীরা প্রত্যেকেই কংগ্রেস ও সিপিআইএমের সমর্থক বলে গ্রামবাসীরা জানান।পিংকি বেগম,আলিয়া খাতুন,ফরিতা খাতুন,আলিয়ার রহমান রা ভোটের দিনের তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনীর বীভৎসতা বর্ণনা দেন। ফরিতা খাতুন জানান বাড়িতে কোন পুরুষ নেই আমি তিন বৌমাকে নিয়ে থাকি,রাতে ভয়ে থাকতে পারিনা। স্বামী ও আমার তিন ছেলে বাইরে আছে প্রাণ হারানোর ভয়ে ঘরে আসছে না। হরিবর রহমান বলেন পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে আমার ঘর ও টোটো ভাঙতে সাহায্য করছে তৃণমূলের হার্মাদ দের । অন্যদিকে তৃণমূলের নেতা ও সন্ন্যাসী কাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আতিয়ার রহমান ঘটনাটি অস্বীকার করেন তিনি জানান রিরোধীরা নিজেরাই নিজেদের ঘরবাড়ি ভেঙে বাইরে আছে, আমরা কাউকেই বাইরে থাকতে বলি না। শান্তিতেই ভোট হয়েছে, তারা ঘরে ফিরে আসুক আমরাও চাই। আজ ভোট হিংসায় ক্ষয়ক্ষতি এবং সিপিআইএমের সমর্থকদের কি অবস্থায় আছে তা জানতে পরিদর্শনে আসেন জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক সুনীল আচার্য, তিনি জানান তৃনমূলের সন্ত্রাসের ফলে বাড়ি থাকতে পারছে না আর এরজন্য দায়ী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি আমাদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনার। জেলার মহিলা সম্পাদিকা রিনা দাস,এরিয়া কমিটির সম্পাদক রতন রায়,সন্ন্যাসী কাটা অঞ্চল কৃষক সভার সম্পাদক সৌকত আলি সহ আরও অনেকে।

সম্পাদকীয়

কম্বোডিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী হুন মানেত কি পশ্চিমের দিকে ঝুঁকবেন

কম্বোডিয়ায় সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনের জের ধরে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে আগামী মাসে হুন সেন সরে দাঁড়াচ্ছেন এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে যাচ্ছেন তাঁর বড় ছেলে হুন মানেত। কম্বোডিয়া শুধু যে নতুন প্রধানমন্ত্রী পেতে যাচ্ছে, তা নয়, পুরো মন্ত্রিসভায় অনেক নতুন মুখ আসছে। এই নতুন মন্ত্রীদের একটি বড় অংশ তরুণ প্রজন্মের। হুন সেনের মন্ত্রিসভায় দীর্ঘদিন ধরে তাঁর যে সহকর্মীরা এত দিন বিভিন্ন মন্ত্রণালয় চালিয়েছেন, তাঁরাও হুন সেনের মতো বয়সে প্রবীণ। তাঁদের অনেককে এখন সরে যেতে হবে। সেখানে আসছেন হুন মানেত এবং তাঁর মতোই অপেক্ষাকৃত কম বয়সীরা। এই তরুণদের অনেকেই হুন মানেতের মতো করে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এসেছেন। তাঁদের পূর্বসূরিদের মধ্যে পশ্চিমের বিষয়ে যে অনাগ্রহ আছে, তাঁদের মধ্যে সেটি না থাকা স্বাভাবিক। কম্বোডিয়ার নতুন ও অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতৃত্ব যদি পশ্চিমের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী হয়, তাহলে দেশটির পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন আসতে পারে। দেশটি তখন ভূরাজনীতির চেয়ে পুঁজি

আকর্ষণের দিকে বেশি মনোযোগী হবে এবং সেগুলো হলে দেশটির কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থায় কিছুটা হলেও গণতন্ত্রের ছোঁয়া যুক্ত হতে পারে এমন আশা করাই যায়। গত রোববারের বিতর্কিত নির্বাচনে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় থাকা কম্বোডিয়ান পিপলস পার্টি (সিপিপি) পাঁচটি আসন বাদে সব কটিতেই জিতেছে। প্রধান বিরোধী দলকে অংশ নিতে না দিয়ে আয়োজন করা এই নির্বাচনটি আসলে সিপিপির ক্ষমতার মেয়াদ বাড়ানোর আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া যে আর কিছুই ছিল না, তা সবাই বুঝতে পারছেন। তবে এর মধ্য দিয়ে মন্ত্রিসভায় যে বিরাট পরিবর্তন আসছে, সেটিই প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮৫ সাল থেকে ক্ষমতায় থাকা হুন সেন নিজের গদি ছেলে হুন মানেতের হাতে ছেড়ে দেওয়ার পর দেশটি কী চীনা প্রভাব থেকে বেরিয়ে পশ্চিমা ভাবধারায় আগ্রহী হবে কি না, সেটি আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। নতুন যে মন্ত্রিসভা হতে যাচ্ছে, সেটি মূলত বর্তমান মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিজেদের ছেলেমেয়ে কিংবা ঘনিষ্ঠ স্বজনদের মন্ত্রিসভা হতে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রবীণ মন্ত্রীরা সরে গিয়ে তাঁদের ছেলেমেয়েদের সেখানে বসাতে যাচ্ছেন। ৪৫ বছর বয়সী হুন মানেত প্রথমে নিউইয়র্কের ওয়েস্ট পয়েন্টের মিলিটারি একাডেমিতে ও পরে নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছেন। এরও পরে তিনি যুক্তরাজ্যের ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটিতে পড়েছেন। তিনি যখন কম্বোডিয়ার সেনাপ্রধান ছিলেন, তখন পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন বেশ কয়েকটি সামরিক মহড়ায় অংশ নিয়েছিলেন। তিনি সাবলীলভাবে ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন এবং তাঁর বাবার চেয়ে তাঁর পশ্চিমা আদবকায়দার ভাবমূর্তি বেশি উজ্জ্বল। এ ক্ষেত্রে হুন সেন বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেন কারণ প্রধানমন্ত্রীর গদি থেকে সরে গেলেও তিনি ক্ষমতাসীন দল সিপিপির সভাপতি থাকছেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হুন মানেত অনভিজ্ঞ হওয়ায় তাঁর পরামর্শক হিসেবেও তিনি কাজ করবেন। সে ক্ষেত্রে কম্বোডিয়ার শিগগিরই চীনপন্থী নীতি থেকে সরে আসার সম্ভাবনা কম বলেও অনেকে মনে করছেন। চাই রিথাইসিন নামের যে নেতার পরবর্তী গ্রামীণ পরিকল্পনামন্ত্রী হওয়ার কথা, তিনি আমেরিকার অভিজাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমআইটিতে পড়াশোনা করেছেন। এ রকম আরও অনেক নতুন মন্ত্রী আসতে যাচ্ছেন, যাঁদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমাদের ওঠাবসা আছে। ফলে পশ্চিমাদের বিষয়ে কম্বোডিয়ার নীতিতে যৎসামান্য হলেও পরিবর্তন আসতে পারে বলে মনে করা যেতে পারে। মূলত ২০১৭ সালে হুন সেনের ক্ষমতাসীন দল তখনকার সবচেয়ে বড় বিরোধী দল কম্বোডিয়া ন্যাশনাল রেসকিউ পার্টিকে (সিএনআরপি) বিলুপ্ত করার পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কম্বোডিয়ার সম্পর্ক তলানিতে নেমে আসে। হুন সেন মনে করছিলেন, তাঁকে উৎখাত করতে যুক্তরাষ্ট্র সিএনআরপিকে নেপথ্য থেকে মদদ দিচ্ছিল।

জানা অজানা

শ্রীলঙ্কার লাখ লাখ মানুষ এখনো অর্থনৈতিক মন্দার কষ্ট অনুভব করে

কলম্বো : জ্বালানির জন্য লাইন, খাবারের দোকানে খালি তাক, রাস্তায় বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ - গত বছর শ্রীলঙ্কা যখন দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল তখন দেশটিতে এগুলো সাধারণ দৃশ্য ছিল। এখন জ্বালানি স্টেশনগুলোর বাইরে দীর্ঘ লাইন দেখা যাচ্ছে না, বাজারগুলোতে আবার খাবার পাওয়া যাচ্ছে এবং রাজধানী কলম্বোর রাস্তাগুলো শান্ত সমাহিত। শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক পতনের এক বছর পর নতুন একটি সরকার এসেছে , দ্বীপরাষ্ট্রটি সবচেয়ে খারাপ সংকট অতিক্রম করেছে। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা শেষ হতে এখনো অনেক সময় বাকি। অনেকের জন্য এখনো দ্বিধার ব্যাপার হলো, এখন খাবার পাওয়া গেলেও তা ক্রয়সীমার বাইরে রয়ে গেছে। সমস্ত মৌলিক বিষয়গুলোর খরচ খাদ্য, জ্বালানি, বিদ্যুৎ এবং ঔষধের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, নিম্ন আয়ের লাখ লাখ মানুষের জন্য এটি বিশাল একটি চাপ।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) বলছে, গত বছর দেশটি যে সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল তা প্রশমিত হয়েছে কিন্তু তা দূর হয়নি। ডব্লিউএফপি-এর মতে, গত বছরের প্রায় এক চতুর্থাংশ জনসংখ্যার তুলনায় এখন প্রায় ১৭ শতাংশ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন। যার অর্থ, ২ কোটি ২০ লাখ জনসংখ্যার দেশে ৪০ লাখ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তার সম্মুখীন।

তবে কিছু খাতে পুনরুদ্ধারের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পর্যটকরা দেশের আদিম সমুদ্র সৈকতে ফিরে আসতে শুরু করেছে, একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে চাকরি ফিরিয়ে এনেছে। এই খাত দীর্ঘদিন ধরে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতির মেরুদণ্ড হয়ে আছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, সংস্কারগুলো আরও কষ্ট বাড়াবে এবং জনগণকে অসন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যাবে, শ্রীলঙ্কাকে অবশ্যই কাজ করে যেতে হবে।

এর মানে, লাখ লাখ মানুষের জন্য অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের অস্থায়ী লক্ষণগুলো অদূর ভবিষ্যতে সামান্যই স্বস্তি আনবে।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে নকল করলে কীভাবে বুঝবেন?

ল্যাবিরিন্থিয়ান মেজ - এই শব্দ দুটি পড়েই আমি কেন জানি না এক মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়েছিলাম। লেখাটি পড়তে পড়তে আমার মনের মধ্যে সতর্ক ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছিল। আমি ১৪-১৬ বছর বয়সীদের জন্য বিজ্ঞানের বিষয়ে একটি রচনা প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করছিলাম, কিন্তু এই বিশেষ রচনাটিতে ভাষা এতটাই পরিশীলিত ছিল যে তা একজন কিশোর লেখকের জন্য অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

অ্যালেক্স ওব্রায়েন
প্রাবন্ধিক

এরপর এআই সনাক্তকারী সফটওয়্যার ব্যবহার করে আমি রচনাটিকে পরীক্ষা করে দেখি।
কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে 'কপিলিকস' নামের ঐ সফটওয়্যারটি আমার কম্পিউটারের স্ক্রিনে যে ফলাফল তুলে ধরলো - তা ছিল গভীরভাবে হতাশাব্যঞ্জক : রচনাটির ৯৫.৯ ছিল এআই টুল ব্যবহার করে তৈরি।
আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমি ভিন্ন একটি টুলের মাধ্যমে রচনাটি যাচাই করলাম, ফলাফলে 'স্যাপলিং' আমাকে জানালো রচনার ৯৬.১ কোন মানুষের লেখা নয়।
তৃতীয় আরেকটি টুল প্রথম ফলাফল দুটিই নিশ্চিত করলো, তবে এক্ষেত্রে স্কোর ছিল কিছুটা কম : ৮৯ এআই।
তাই আমি 'উইনস্টন এআই' নামে আরেকটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে রচনাটি যাচাই করলাম। কোন সন্দেহ নেই : রচনাটির মাত্র ১ মানুষের হাতে তৈরি।
চারটি আলাদা এআই সনাক্তকারী সফটওয়্যারের বার্তাটি পরিষ্কার : রচনাটির লেখক একজন এআই নকলবাজ।
আমি বেশ কিছুদিন ধরেই জানতাম যে এআই ব্যবহার করে লেখা আমার নিজের পেশা সাংবাদিকতাসহ অনেক খাতের জন্য গুরুতর সব চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।
তবুও আমি এক্ষেত্রে অবাক হয়েছিলাম এই কারণে যে স্কুলের একজন ছাত্র ধরে নিয়েছিল রচনা প্রতিযোগিতার জন্য এআইয়ের তৈরি লেখা জমা দেয়াতে বিশেষ দোষের কিছু নেই।
তবে এটা ঠিকই যে শিক্ষার্থীদের নকল করার ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়।
কিন্তু যে বিষয়টাতে আমি হতবাক হয়েছিলাম তা হলো এআইয়ের এমন ব্যাপক ব্যবহার আমার ধারণার অতীত ছিল। নকল করা রচনার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার বেশ দুশ্চিন্তাই হচ্ছিল। আট বছর বয়সী এক মেয়ের মা হিসেবে নকল করার কাজে একটি স্কুলের বাচ্চাকে এআই ব্যবহার করতে দেখে আমার মনে হচ্ছিল ভবিষ্যতে শিশুটির অনেক কিছু শেখার রয়েছে।
শিক্ষা প্রক্রিয়ায় মূল্যবোধ এবং শিক্ষার দীর্ঘ পদযাত্রার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম।
তাহলে, কীভাবে আমরা এ ধরনের এআই নকলবাজকে চিহ্নিত করবো? এটার কি কোন সূত্র বা চিহ্ন থাকে?
সুখের বিষয় হলো, এই কাজে এখন নতুন নতুন টুলস তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এরপরও আমরা খুব শিগগীরই দেখতে পাবো যে এআই ব্যবহার করে নকল করার সমস্যাটা শিক্ষার জগতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ছে। এবং সেটা ঘটলে শুধুমাত্র প্রযুক্তি দিয়ে তা মোকাবেলা করা যথেষ্ট হবে না।
আশ্বস্ত হওয়ার মতো ঘটনা হলো, শিক্ষাক্ষেত্রে এধরনের জালিয়াতি রোধে শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদরা ইতোমধ্যেই লেখা পরীক্ষার নানা ধরনের টুলস এবং কৌশল ব্যবহার করছেন।
উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, টার্নিটিন নামের একটি নকল প্রতিরোধক সফটওয়্যারের কথা। এই সফটওয়্যারটি এরই মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যবহৃত হচ্ছে।
গত এপ্রিল মাসে কোম্পানিটি জানিয়েছে যে তাদের সফটওয়্যার এখন এআই দিয়ে তৈরি লেখা সনাক্ত করতে পারবে।
এর প্রধান নির্বাহী ক্রিস ক্যারেন আমাকে জানিয়েছেন, তাদের সফটওয়্যারটির ফলস পজিটিভ রেট (অর্থাৎ, ভুল করে এটি যখন মানুষের রচনাকে এআইয়ের লেখা বলে চিহ্নিত করে) তার হার মাত্র ১।
এছাড়াও আরও অনেক ওয়েব টুল রয়েছে যার মধ্যে কিছু আমি ঐ ছাত্রের রচনা পরীক্ষার কাজে ব্যবহার করেছি। যেমন, কপিলিকস (Copyleaks), স্যাপলিং (Sapling) এবং ইউনস্টন এআই (Winston A), কিংবা ধরুন জিপিটিজিরো (GPTZero) এবং চ্যাটজিপিটির উদ্ভাবক ওপেনএআইয়ের তৈরি এআই ক্লাসিফায়ার।
এগুলোর বেশিরভাগই আপনি বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারবেন : শুধু তাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে যে কোন লেখা পেস্ট করে দিলেই সাথে সাথে তার ফলাফল জানা যাবে।

এআইয়ের লেখা যেভাবে সনাক্ত করা হয়

কিন্তু একটি এআই টুল কীভাবে অন্য আরেকটি এআইকে সনাক্ত করতে পারে? এর ছোট জবাব হলো : লেখার প্যাটার্ন চিহ্নিত করার মাধ্যমে।
প্রশ্নটির দীর্ঘ উত্তর হলো : সফ্টওয়্যারের চেকারগুলি এক ধরনের ইউনিক

আইডেন্টিফায়ার ব্যবহার করে যা দিয়ে কম্পিউটারের তৈরি টেক্সট থেকে মানুষের লেখা টেক্সট আলাদা করা যায়।
এআইয়ের তৈরি লেখা ধরে ফেলতে দুটি মেট্রিক ব্যবহার করা হয়। একটি হলো 'পারপ্লেক্সিটি' এবং অন্যটি 'বার্স্টিনেস।'
পারপ্লেক্সিটি পরিমাপ করে একটি ভাষা মডেলের ভেতরে কোন্ লেখা কতটা ভাল, ব্যাকরণগতভাবে কতটা সঠিক, বাক্য তৈরির ক্ষেত্রে সেটা কতটা ভাল পারফর্ম করছে।
অপ্রত্যাশিত শব্দ ব্যবহার এবং বৈচিত্র্যময় বাক্য তৈরির কারণে মানুষের লেখা রচনার পারপ্লেক্সিটি এইআইয়ের তৈরি রচনার পারপ্লেক্সিটি থেকে ভিন্ন হয়।
বার্স্টিনেস বলতে বোঝায় বাক্যের বৈচিত্র্য। লিখিত টেক্সটের ক্ষেত্রে এআইয়ের ভাষা অভিন্ন হয়ে থাকে : এর বাক্যের গঠন এবং দৈর্ঘ্য সাধারণত নিয়মিত হয়, এবং শব্দ চয়ন ও বাক্যাংশের ব্যবহারে সৃজনশীলতা থাকে খুবই কম।
শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি এবং সংমিশ্রণ, বাক্যাংশের বার বার ব্যবহার এবং বাক্যের কাঠামো এমন সব ক্লাস্টার তৈরি করে যে তা মানুষের লেখা রচনার শব্দভাণ্ডার, এবং এর শৈলীর মতো সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় হয় না।
কতোটা বুদ্ধিমান এসব 'স্পটিং টুল?'
কিন্তু এআই ক্রমশই মানুষের মতোই উন্নত হয়ে উঠছে। এবং ইতোমধ্যে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এসব স্পটিং টুলস এখনও ততটা বুদ্ধিমান হয়ে উঠতে পারেনি।
যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সাম্প্রতিক গবেষণাপত্রে দেখা যাচ্ছে, জিপিটি ডিটেক্টরগুলো ইংরেজিভাষী নয় এমন লেখকদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে।
গবেষকরা একটি চীনা ফোরাম থেকে ৯১টি টোয়েফেল (বিদেশি ভাষা হিসাবে ইংরেজির পরীক্ষা) প্রবন্ধ এবং যুক্তরাষ্ট্রের হিউলেট ফাউন্ডেশনের অ্যাসাপ (অটোমেটেড স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্ট প্রাইজ) ডেটাসেট থেকে ক্লাস এইটের ৮৮টি প্রবন্ধের ওপর সাতটি বহুল ব্যবহৃত জিপিটি ডিটেক্টর প্রয়োগ করে এগুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করেছেন।
এই ডিটেক্টরগুলো মার্কিন শিক্ষার্থীদের প্রবন্ধগুলিকে সঠিকভাবেই পরিমাপ করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু চীনা টোয়েফেল প্রবন্ধগুলোর অর্ধেকেরও বেশিকে এসব ডিটেক্টর এআইয়ের তৈরি বলে ভুলভাবে চিহ্নিত করে (গড় ফলস পজিটিভ : ৬১.৩)।
জিপিটিজিরো কোম্পানির প্রধান নির্বাহী এডওয়ার্ড টিয়ানের মতে, শুধু ডিটেকশন দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে সামান্যই।
তিনি বিশ্বাস করেন, এআইয়ের দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যবহারের ওষুধ ডিটেকশনে নয়, সমাধান লুকিয়ে রয়েছে লেখার ভিন্নতা যাচাই করার জন্য নতুন সব টুলস তৈরি করার মধ্যে।
লেখার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে এটি সহায়ক হবে বলে তিনি মনে করেন।
এক্ষেত্রে তার যুক্তি হলো : শিক্ষার্থীরা তাদের রচনা তৈরির সময় স্বচ্ছভাবে এবং দায়িত্বের সাথে লেখায় এআইয়ের সাহায্য নেয়ার কথাটা স্বীকার করে নেবে।
ছাত্ররা যে ভাল লেখক তা প্রমাণ করার জন্য আমরা এই প্রথম মানুষের পরিচালিত ভেরিফিকেশন টুলস তৈরির কাজ শুরু করেছি, বলেন মি. টিয়ান।
এআই প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণে মানুষের বুদ্ধিমত্তা
এআইয়ের তৈরি লেখা ছড়িয়ে পড়ায় মানুষের সামনে আসল চ্যালেঞ্জ এখানে : এটা সনাক্ত করতে আমরা সম্ভবত আর শুধু প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করতে পারবো না।
সুতরাং, এখানে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো তথ্যের প্রতি সন্দেহপ্রবণ, অনুসন্ধিৎসু এক মনোভাব, যা নিয়মিতভাবে সত্যকে যাচাই করে নয়। সত্যি কথা বলতে কি, এআই চেকার দিয়ে ঐ ছাত্রের রচনাটি আমি পরীক্ষা করার কথা চিন্তা করেছিলাম, কারণ প্রথম থেকেই আমার মনে সন্দেহ তৈরি হয়েছিল। ফেক নিউজসহ অন্যান্য বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে এখন যে লড়াই শুরু হয়েছে তা ইতোমধ্যেই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে এই যুদ্ধে স্বয়ংক্রিয় টুলসগুলো যথেষ্ট নয় এবং এই লড়াইয়ের মধ্যে আমাদের প্রয়োজন মানুষের মস্তিষ্ক। এ বিষয়টি যারা হাতে হাতে ঘটতে দেখেছেন তাদের একজন হলেন ব্রিটেনের পররাষ্ট্র দফতর ফরেন, কমনওয়েলথ এবং ডেভেলপমেন্ট অফিসের আইন বিভাগের পরিচালক ক্যাথরিন হোমস। গত কয়েক দশক ধরে তিনি ব্রিটেনের জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগে কাজ করছেন। তিনি বলছেন, কোন তথ্য যে ভুয়া, তা প্রমাণ করার জন্য মানুষের নেয়া সিদ্ধান্তটি একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ।
আপনি বোঝার চেষ্টা করছেন তথ্যের এই ছোট অংশটি আসলেই সঠিক কিনা। কিন্তু এটা প্রমাণ করতে হলে আপনার প্রয়োজন হবে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি।
জালিয়াতির জগতের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে।
আন্তর্জাতিক অ্যাকাউন্টিং ফার্ম প্রাইসওয়াটারহাউসকুপারস এ ফরেনসিক সার্ভিসের পরিচালক পদে কাজ করছেন রেচেল জয়েস।
জালিয়াতি এবং আর্থিক অনিয়ম তদন্তে তিনি তার ক্লায়েন্টদের সহায়তা করে থাকেন।
তিনি বলছেন, মানুষের নজরদারি এবং প্রজ্ঞা এখানে খুবই জরুরি।
মানুষের সতর্কতা এবং প্রেক্ষাপটের দক্ষতা তদন্তের ক্ষেত্রে একটি নতুন স্তর যোগ করে। এআই এতে খুব একটা দক্ষ না।
এআইয়ের তথ্য কীভাবে যাচাই করবেন
তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কি নিজে এআই চেকিং করতে পারবেন?
গত কয়েক বছর ধরে আমি দ্য ট্রুথ ডিটেকটিভ নামে একটি বই লিখছি যার মূল বিষয়বস্তু আপনার বিশ্লেষণী চিন্তাশক্তিকে কীভাবে আরও বাড়ানো যায় সে সম্পর্কে। এখানে কিছু প্রাথমিক শিক্ষা আমি খুঁজে পেয়েছি যেগুলি এআই গোয়েন্দাগিরির কাজে আপনাকে সাহায্য করতে পারে।
আপনার প্রথম কাজ যাচাই করা। আপনি কি তথ্য পরীক্ষা করতে পারবেন এবং তথ্যের উৎস যাচাই করতে পারবেন? আপনি কি লিখিত কিংবা চাক্ষুষ সাক্ষ্যপ্রমাণ - দুটিই পরীক্ষা করতে পারবেন? সেটা আপনি কীভাবে করবেন?
জবাব হলো ক্রসচেক করা। আপনি যদি ক্রসচেক করতে না পারেন কিংবা অন্যান্য নির্ভরশীল উৎস থেকে তথ্যটি যাচাই করতে না পারেন তাহলে ঐ তথ্য সম্পর্কে আপনার মনে সন্দেহ বেড়ে যাওয়া উচিত।
জেনারেটিভ এআইয়ের 'হ্যালুসিনেশন' বা দৃষ্টিভ্রমের সমস্যা রয়েছে। কোন কোন সময় সে নিজেই নিজের মতো করে জবাব তৈরি করে নেয়, বলছেন টার্নিটিন কোম্পানির ক্রিস ক্যারেন।
যারা কন্টেন্ট ব্যবহার করেন কিংবা যারা এআই ব্যবহার করে আরও বেশি উৎপাদনশীল হতে চাইছেন, তাদের জন্য ফ্যাক্টচেকিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
ভাষা, ব্যাকরণ, বানান, বিরামচিহ্ন - এগুলো পরীক্ষা করুন
এর পরের ধাপটি হবে রচনাটি ঘনিষ্ঠভাবে দেখা।
বানান, ব্যাকরণ এবং বিরাম চিহ্নের ব্যবহারের মধ্যে কিছু সূত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।
বর্তমানে এআইয়ের ডিফল্ট ভাষা হচ্ছে আমেরিকান ইংরেজি। যদি বানান এবং ব্যাকরণ কোন প্রকাশনা বা লেখকের জন্য উপযুক্ত বলে মনে না হয়, তাহলে নিজেকে প্রশ্ন করুন : কেন? লেখার মধ্যে কি কোন কোটেশন বা উদ্ধৃতি রয়েছে? যদি থাকে তাহলে সেগুলো কার? যাদের উদ্ধৃত করা হয়েছে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলির কি আসলেই কোন অস্তিত্ব রয়েছে?
রচনায় ব্যবহৃত যেকোনো রেফারেন্সের ক্ষেত্রেও একই প্রশ্ন করুন, এবং সেগুলিতে কোন্ তারিখ ব্যবহার করা হয়েছে তা যাচাই করুন।
এআইয়ের লেখার একটি দুর্বলতা হলো এর ডেটা সূত্রের উৎস সীমিত। এবং অনেক ক্ষেত্রেই সাম্প্রতিক খবর বা তথ্য তার অজানা।
সবশেষে রচনার সুর এবং লেখার ধরনটি পরীক্ষা করে দেখুন।
এমন কিছু ভাষাগত ছক রয়েছে যা এআই এখনও ঠিক রপ্ত করে উঠতে পারেনি। বিশেষ করে এর লক্ষণ হলো রচনায় সুর এবং ভাষায় আকস্মিক পরিবর্তন।
'কাল্পনিক উদ্ধৃতি'
এআই সহজেই এমন কিছু জিনিস বানিয়ে লিখতে পারে যা দেখলে মনে হবে খুব বিশ্বাসযোগ্য এবং খুব বাস্তব। নীচের এই উদাহরণটি ক্রসচেকিং প্রয়োজনীয়তাকেই বিশেষভাবে তুলে ধরছে।
গত জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্রের আদালত এক 'অভূতপূর্ব' পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল। নিউইয়র্কের একজন আইনজীবী স্টিভেন শোয়ার্টজ আদালতে কিছু আবেদনপত্র পেশ করার চেষ্টা করেন - যার ফলে তিনি বিচারকের উষ্মার পাত্র হন।
কী ঘটেছিল? আবেদনপত্রে তিনি যেসব উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন এবং প্রিসিডেন্স হিসেবে যেসব বিচারিক মতামত জমা দিয়েছিলেন তার আসলে কোন অস্তিত্ব ছিল না।

সাময়িকী

ভাগনার বিদ্রোহ চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সামনে যে সুযোগ নিয়ে এসেছে

২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারির পর থেকে বিশ্বের প্রধান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বৈশ্বিক ক্ষমতা ও প্রভাব ভাগাভাগি চলছে। রাশিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ একটি ভারসাম্যহীন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে। ফলে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আগে থেকে তারা যে কৌশলনীতি অনুসরণ করে আসছিল, তার পরিণতি কী হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

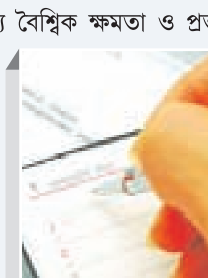

টম জে ভেক্ষ
কলামিস্ট

এর কারণ তিনটা। প্রথমত, ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন। দ্বিতীয়ত, রাশিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত ভাড়াটে সেনাদল ভাগনার গ্রুপের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিনের বিদ্রোহ। ভাগনার গ্রুপের অনেক সদস্য এখন বেলারুশে। কিন্তু ২০১৭ সাল থেকে ভাগনার গ্রুপের সেনারা রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কার্যকর উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আফ্রিকার ছয়টি দেশে তারা ভাড়াটে বাহিনী হিসেবে কাজ করছে।
তৃতীয়ত, রাশিয়ার দিকে চীনের ঝুঁকে পড়া।
ইউরোপীয় ইউনিয়নে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ফু ছং বলেন, রাশিয়া ও ইউরোপের দুইয়ের জন্য চীনের সমর্থনটা 'সীমাহীন'। ফ্রান্সে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত বলেছেন, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যে নতুন দেশগুলো সৃষ্টি হয়েছে, তাদের একটাও পূর্ণ স্বাধীন নয়। কেননা, কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে তারা সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা পায়নি। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির একজন উপদেষ্টা মিখাইলো পডোলিয়াক বলেছেন, রাশিয়া আগ্রাসনের যে ব্যাখ্যা দিচ্ছে, তাতে সমর্থন করা ছাড়া চীন 'প্রধান রাজনৈতিক খেলোয়াড়' হতে পারবে না।
এ ঘটনাগুলো উল্লেখ করার কারণ হলো, পরিবর্তিত বিশ্ব বাস্তবতায় পররাষ্ট্রনীতি এক জায়গায় স্থির নেই।
এটা করা গেলে প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ও তাঁর অনুসারীদের জন্য সেটা হবে ম্যাকিয়াভেলির সূত্র অনুসারে ধ্রুপদি ভূরাজনীতির দৃষ্টান্ত। চীনের মধ্যস্থতায় ইউক্রেনে যদি একটা যুদ্ধবিরতি হয়, তাহলে নতুন একধরনের অনিশ্চয়তা যেমন তৈরি হবে আর তাতে বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তনও ঘটবে।
প্রিগোশিনের নেতৃত্বে বিদ্রোহের পর আফ্রিকার দেশগুলোতে থাকা ভাগনার সেনাদের নিয়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। এ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে আফ্রিকা মহাদেশে বিনিয়োগ করে চীন ভবিষ্যৎ মুনাফা করতে পারে। একই সঙ্গে এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে যুক্তরাষ্ট্র মহাদেশটিতে তাদের হারানো প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে।
অনেক কৌশলবিদ মনে করেন, এই আলোচনা এখন উঠছে এর কারণ হচ্ছে, সমর নেতা হিসেবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ভাবমূর্তিতে চিড় ধরেছে। সেভাস্তোপল বন্দর ও জর্জিয়াকে রাশিয়ার কবজায় নিয়েছেন পুতিন। ফলে বাল্টিক দেশগুলোতে সার্বভৌমত্ব নিয়ে শঙ্কা ছড়িয়ে পড়ে। নিশ্চিতভাবেই এটা পুতিনের বিচক্ষণতার নমুনা।
বিদ্রোহের সময় ক্রেমলিনের উদ্দেশে ভাগনার সেনাদের যাত্রার সময় পুতিনের পক্ষে রাশিয়ানদের সমর্থন খুব বেশি পাওয়া যায়নি। এর কারণ হলো, ইউক্রেন যুদ্ধে তাঁর ব্যর্থতা। আফ্রিকা মহাদেশে ভাগনার সেনারা পা রাখার কারণে সেখানে সূক্ষ্ম সমস্যার জন্ম দিয়েছে। পুতিনের নিয়ন্ত্রিত রাশিয়ান প্রতিষ্ঠানগুলো ভাগনারকে অর্থায়ন করত। এখন তার প্রায় সবটা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আফ্রিকা এখনো অর্থনৈতিক সুযোগের ক্ষেত্রে বিশাল সম্ভাবনার মহাদেশ। বিশ্বের ক্ষমতাধর শক্তিগুলোর জন্য এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, আফ্রিকার মানুষদের সঙ্গে তাদের 'ভালো আচরণ' করতে হবে।
আফ্রিকা মহাদেশের সোনা, হীরা, মূল্যবান সম্পদ, কাঁচামাল আহরণ করতে বিনিয়োগ, সামরিক ও বাণিজ্য চুক্তি কিংবা নতুন কোনো উপায় প্রয়োজন। রাজনৈতিক প্রভাব অর্জন করতে গেলেও সেটা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো, চীনের পররাষ্ট্রনীতি প্রণেতারা মনে করেন এগুলো নব্যউপনিবেশবাদী আচরণ। আফ্রিকা মহাদেশে চীনকে যদি তাদের বিনিয়োগের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হয়, তাহলে ভাগনার গ্রুপকে বেনামে অর্থায়ন করতে হবে।

পাঠকের চিঠি

'পতিভাষ' সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা উদ্বোধন

নাটক ও সংস্কৃতির শহর পতিরাম। সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও পরম্পরায় আজও পতিরামের সুনাম সর্বজন্য। এবার সেই পতিরামের বুকে প্রথম সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা পতিভাষ এর দ্বিতীয় সংখ্যা উদ্বোধন হয়ে গেল এক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে পতিরাম মনোরমা পল্লী পাঠাগারে। এদিন পতিরাম সাংস্কৃতিক মঞ্চের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেছে পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট জনেরা এছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন পতিরামের বিশিষ্ট অন্যান্য সাহিত্যিক ও লেখকেরা। সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট জনের উপস্থিতিতে সার্থক হয়ে ওঠে এই অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় এই অনুষ্ঠানের। এরপর বিশিষ্ট জনেরা তাহাদের মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকার মূল্যবান দিকগুলো তুলে ধরেন। পত্রিকায় স্থান পায় নবীন-প্রবীণের যুগলবন্দী। পত্রিকার পক্ষ থেকে সম্পাদক ও বিশিষ্ট লেখক বিশ্বজিৎ প্রামাণিক মহাশয় অনুষ্ঠানের শেষে তুলে ধরেন, এই পতিভাষ পত্রিকা প্রকাশের বিষয়ে তাহাদের সকলের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার দিকগুলো। বছরে দুবার করে পত্রিকার আত্মপ্রকাশ হবে। পত্রিকায় অনাবাসী পতিরামবাসীদেরও লেখা স্থান পেয়েছে। সকলের উপস্থিতিতে এদিনের অনুষ্ঠান সাথক হয়ে ওঠে।

শংকর সাহা দক্ষিণ দিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

গোলাঘাটের ট্রিপল মার্ডার মার্ডারের ঘটনাকে লাভ জিহাদের পরিণতি বলে আখ্যা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

একই হিন্দু পরিবারের তিন সদস্যকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যাকারী ঘাতক নাজিবুর রহমানের ফাস্টট্র্যাক আদালতের মাধ্যমে ফাঁসির দাবি জানাবে রাজ্য সরকার, পুলিশের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গোলাঘাট শহরের কেন্দ্রে একটি হিন্দু পরিবারের তিন সদস্যকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যাকারী নাজিবুর রহমান ফেসবুকে হিন্দু ভুয়া নামের পরিচয় দিয়ে সঙ্গমিতার ঘোষকে বিয়ে করেছিল। এটা লাভ জিহাদের অন্যতম উদাহরণ বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। লাভ জিহাদের জন্য এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ উথ্থাপন করছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন হত্যাকারী ঘাতক নাজিবুর রহমানের ফাস্টট্র্যাক আদালতের মাধ্যমে ফাঁসির দাবি জানাবে রাজ্য সরকার। তাছাড়া এর পূর্বে দায়ের হওয়া এজাহারের মামলায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে পুলিশের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাওয়া শিহরণকারী ট্রিপল মার্ডার ঘটনায় ইতিমধ্যে সারা রাজ্য তথা দেশ জুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। গোলাঘাটের পঁচিশ বছরের যুবক নাজিবুর রহমান বরার দার আঘাতে প্রাণ হারানো বাবা সঞ্জীব ঘোষ মা জুনু ঘোষ এবং দিদি সংঘমিত্রা ঘোষের চিতায় পরিবারের একমাত্র বেঁচে যাওয়া কন্যা অঙ্কিতা ঘোষ মুখাগ্নি করার পর স্বাভাবিক নিয়মে মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন তিনি। অবশেষে বাবা মা এবং বড় দিদিকে হারিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়া অঙ্কিতা ঘোষের পাশে এসে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বুধবার গোলাঘাটের শ্রীমন্ত নগরে উপস্থিত হয়ে অঙ্কিতা ঘোষকে সান্তনা এবং আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। মাসি এবং মাসির দিকের দাদা গৌতম সহ অঙ্কিতা ঘোষের সঙ্গে ঘরের পাকায় পাটি বিছিয়ে সেখানে বসেই তিনি ঘটনার সবিস্তার তাদের থেকে জেনে নিয়েছেন।

এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন লাভ জিহাদের জন্য এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। গোলাঘাটে সংগঠিত তিনটি নির্মম হত্যাকাণ্ড এটাই প্রমাণিত করছে যে লাভ জিহাদ একটি সত্য এবং বাস্তব কনসেপ্ট। লাভ জিহাদের মত ঘটনা অসমে যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেটাই তিনি কামনা করছেন বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন একটি হিন্দু পরিবারের তিনজন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। তাছাড়া যেই যুবক এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে কিংবা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে সে ইসলাম ধর্মাবলম্বী বিশ্বাসী মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যক্তি। তিনি জানান প্রথম ফেসবুকে পরিচয়ের সময় রিমন বরা নামে ভুয়া হিন্দু নাম নিয়ে নিজেকে উপস্থাপন করেছিল নাজিবুর রহমান। তারপর প্রথমবার কলকাতায় পালিয়ে যাবার সময় সংঘমিত্রা ঘোষকে ড্রাগস খেতে শেখানো হয়েছিল। এমনকি অভিযুক্ত নাজিবুর রহমান স্বয়ং ড্রাগস সেবন করত তথা ড্রাগসের ব্যবসার সঙ্গে ছোটখাটো ভাবে জড়িত ছিল বলে তথ্য পাওয়ার কথা উল্লেখ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন সংঘমিত্রা ঘোষকে ইনজেকশন এর মাধ্যমেও শরীরের ড্রাগস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপর নানা কায়দা অবলম্বন করে এই যুবতীকে গর্ভবতী করা হয়েছিল। এরপর তার সন্তানের জন্মও হয়। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো যে সময় সংঘমিত্রা ঘোষ নাজিবুর রহমানের বাড়িতে থাকা শুরু করেছিলেন সেই সময় তাকে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়েছিল এবং একসময় সংঘমিত্রা ঘোষ সন্তান সহ নিজের বাড়িতে চলে এসে মাবাবার সঙ্গে থাকতে শুরু করেছিলেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন নাজিবুর রহমান এই যুবতীর উপর অত্যাচার করার জন্য তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছিল পুলিশ। এমনকি তাকে কারাগারেও থাকতে হয়েছিল। কিন্তু কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সে ট্রিপল মার্ডারের মতো এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছে। ফলে এবার যুবতীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ফেসবুকে কোনো যুবককে সহজে যাতে বিশ্বাস না করেন যুবতীরা। এই জীবনকে এতো সহজ ভাবে না নেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন সাধারণত এই ধরনের ঘটনা নিয়ে তিনি আগের থেকে উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছেন। ফেসবুকে নিজের ধর্মের পরিচয় লুকিয়ে রেখে যুবতীকে বিয়ে করার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশেষে এই ধরনের একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয় যাতে সেই যুবতী আর ফিরে আসতে পারে না। অথবা ফিরে এলেও সমাজ তাকে আর গ্রহণ করতে রাজি থাকে না। এই ধরনের পরিস্থিতিতে পড়ে অবশেষে সেই যুবতী নিজের ধর্ম পরিবর্তন করে এবং নিজের সবকিছু ত্যাগ করে নিতে বাধ্য হয়ে যায়। অবশেষে বাধ্য হয়ে অন্য একটি ধর্মের অধীনে নিজেদের জীবনকে সামিল করে দিতে তাদের দেখা যায় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন ফেসবুক কিংবা অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে এতো সহজে যুবকদের বিশ্বাস করা উচিত নয়। অতি সহজে বন্ধুত্ব করা উচিত নয়। তাছাড়া একটি ধর্মের ব্যক্তি অন্য একটি ধর্মে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে বহুবার চিন্তা করে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ প্রত্যেকেই নিজেদের ধর্মে ছোট থেকে বড় হয়েছেন। ইসলাম ধর্ম বিশ্বাস করা ব্যক্তিরা মসজিদে যান নামাজ পড়েন। কিন্তু হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা কালী পুজো করেন, দুর্গাপূজো করেন, সত্র নামঘরে থেকে ছোট থেকে বড় হন। দুটি ধর্মের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। দুটি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি দুই রকম। যৌবনকালে কোন এক সময় হয়তো এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু দীর্ঘকালীন ভাবে এই সিদ্ধান্ত সফল হয় সেই ধরনের উদাহরণ খুবই কম। এক দুটি ঘটনার কথা বাদ দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা সফল হয় না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

একইভাবে হিন্দু কন্যা সন্তানের অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন লাভ জিহাদের মতো ঘটনা যাতে অসমে ফের সংঘটিত না হয় এক্ষেত্রে তাদের সচেতন হতে হবে। আগে স্পেসিয়াল ম্যারেজে আইনের অধীনে বিবাহ হলে কোন পক্ষকে নিজেদের ধর্ম ছাড়তে হতো না। নিজের নিজের ধর্মে থেকেই যুবক যুবতীরা স্পেশাল ম্যারেজ এক আইনের অধীনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন। কিন্তু বর্তমান এই ধরনের বিয়ে গুলোতে প্রথমে শর্ত থাকে যে নিজের ধর্ম ত্যাগ করতে হবে। মন্দিরে গেলেও আপত্তি করা হয়। এই ধরনের যখন পার্থক্য শুরু হয় তখন সেই পার্থক্যই একটি সময় গিয়ে চরম পর্যায়ে উপনীত হয় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যখন লাভ জিহাদের কথা বলা হয় তখন বহু ব্যক্তি এক্ষেত্রে প্রশ্ন উথ্থাপন করেন অথবা এ কথার সমালোচনা করেন। লাভ জিহাদ কোথায় রয়েছে, কোথায় লাফ দিয়া দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এই ধরনের উল্টো প্রশ্ন উথ্থাপন করেন। কেরালা স্টোরির মতন সিনেমা গুলো মিথ্যা অথবা ভুয়া নয়। ফলে অভিভাবকদের নিজের কন্যা সন্তানের প্রতি বিশেষভাবে যত্ন নিতে হবে। তাছাড়া কন্যা সন্তানদের নিজের ধর্ম, সংস্কৃতির প্রতি সম্পূর্ণভাবে অবগত করে রাখার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

অন্যদিকে হত্যাকারী ঘাতক নাজিবুর রহমানের ফাস্টট্র্যাক আদালতে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে ফাঁসির দাবি জানানো হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতির কাছে আবেদন জানাবে। যাতে ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের মাধ্যমে এই মামলার শুনানি গ্রহণ করে অপরাধের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হয় সেই প্রচেষ্টা করবে সরকার। এক্ষেত্রে বিশেষ আইনজীবী নিযোগে করা হবে। তাছাড়া যেহেতু ঘাতক নাজিবুর রহমান স্বয়ং থানায় এসে আত্মসমর্পণ করেছে। ফলে ক্ষেত্রে বিশেষ তদন্তের প্রয়োজনীয়তা নেই। তিনি বলেন ঘটনার উচিত তদন্ত করে অভিযোগ নামা দাখিল করে বিশেষ আদালতের মাধ্যমে শুনানি গ্রহণ করে দোষীকে উচিত শাস্তি প্রদানের পক্ষে রয়েছে অসম সরকার। বিশেষ পাবলিক প্রসিডিটর নিযোগে করে আইনের মাধ্যমে এই অপরাধীর ফাঁসির দাবি উথ্থাপন করা হবে। ইতিমধ্যে পুলিশ সুপার এবং অন্যান্য পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তাছাড়া এর পূর্বে দায়ের হওয়া এজাহারের মামলায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে পুলিশের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন প্রথমবার যে সময় পুলিশ এই যুবতীকে উদ্ধার করেছিল তখন সংঘমিত্রা ঘোষের দেহে ড্রাগসের ইঞ্জেকশন নেওয়ার প্রমাণ ছিল। কিন্তু তদানীন্তন তদন্তকারী পুলিশ অফিসার সন্দীপ সানিয়াল এই বিষয়টির প্রতি কোন ধরনের গুরুত্ব দেননি বলে অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সেই যুবক এই যুবতীকে কোথা থেকে ড্রাগস দিল অথবা এই যুবকের কাছে কিভাবে ড্রাগস ছিল এই বিষয়টি তদন্ত করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। ফলে এক্ষেত্রে পুলিশের গাফিলতি রয়েছে। বিশেষ করে তদানীন্তন তদন্তকারী পুলিশ অফিসার সন্দীপ সানিয়ালের ড্রাগসের অ্যাঙ্গেল দিয়ে এই বিষয়টি তদন্ত করা উচিত ছিল। সেটা হলে বর্তমান এই তিনটি জীবন হারাতো না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এই ধরনের মামলার ক্ষেত্রে থানায় কন্যার পরিবারদের উপর পুলিশের দুর্ব্যবহারের নানা অভিযোগ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে কন্যা সন্তানটিকে সবকিছুর জন্য দোষারোপ করে পুলিশের তরফে মন্তব্য করা হয়। কন্যা সন্তানটি খারাপ, সে পালিয়ে গেছে, তারই যাবতীয় দোষ রয়েছে এই ধরনের মন্তব্য করে পুলিশ। থানাগুলোর এই ধরনের নেতিবাচ প্রবণতার ফলে স্বাভাবিকভাবেই কন্যা সন্তানের অভিভাবকরা থানায় যেতে চান না অথবা পুলিশকে এড়িয়ে চলেন। ফলে পুলিশের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন নাজিবুর রহমান এবং সংঘমিত্রা ঘোষের কলকাতায় বিবাহের যেই সার্টিফিকেট দেখানো হয়েছে সেটা বৈধ নয়। কারণ একমাত্র মুসলমান যুবক এবং মুসলমান যুবতীর মধ্যে বিবাহ হলেই কাজীর দেওয়া এই সার্টিফিকেট বৈধ। কিন্তু সংঘমিত্রা ঘোষ যেহেতু হিন্দু যুবতী ছিলেন হলে ক্ষেত্রে কাজীর দেওয়া এই বিবাহের সার্টিফিকেটের কোনো মূল্য নেই। তাছাড়া এমনিতেই দেখা গেছে যে কাজীর মাধ্যমে এই ধরনের সার্টিফিকেট দেওয়ার নানা গন্ডগোল থাকে। ফলে এই বিবাহের সার্টিফিকেটের আদৌ বৈধ নয় বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

গোলাঘাটের এই ত্রিপুল মার্ডারের বিরুদ্ধে বুধবার বিভিন্ন দল সংগঠন ব্যাপকভাবে প্রতিবাদ প্রদর্শন করেছে। বিশেষ করে গোলাঘাটের সচেতন সমাজের কয়েকশো নাগরিক এদিন মিছিল বের করে এই ভয়ঙ্কর ঘটনার প্রতিবাদে স্লোগান দিয়ে পরিস্থিতি উত্তাল করে তোলেন। তাছাড়া অন্যান্য দল সংগঠন প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও নিজেদের প্রতিবাদী আঃেদালন অব্যাহত রেখেছে। ঘোষ পরিবারের একমাত্র জীবিত কন্যা অঙ্কিতা সংবাদ মাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন প্রচার মাধ্যম যেন এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তাকে বিচার পেতে সুবিধা করে দেন। প্রচার মাধ্যম যেন অবিরতভাবে এই বিষয়টি তুলে ধরে এক্ষেত্রে বিচার পাওয়ার জন্য তার পাশে এসে দাঁড়ায় এক্ষেত্রে আহ্বান জানিয়েছেন ভুক্তভোগী পরিবারের একমাত্র জীবিত সদস্য অঙ্কিতা ঘোষ।

ইইউর বিশেষ প্রতিনিধি ইমন গিলমোরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রম অধিকার বিশেষজ্ঞরা

ঢাকা ঃ বাংলাদেশ সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মানবাধিকার ও শ্রমবিষয়ক প্রতিনিধি ইমন গিলমোরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা ও শ্রমিক অধিকার সংস্থার প্রতিনিধিরা। বুধবার (২৬ জুলাই) রাজধানী ঢাকার গুলশানে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্য অগ্রাধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে মজুরি, কাজের অবস্থা এবং ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়া, লিঙ্গ বৈষম্য নিয়ে আলোচনার জন্য নারী ও এলজিবিটিকিউআই কর্মীদের সঙ্গেও আলাদাভাবে একটি বৈঠক করেছেন ইমন গিলমোর। বিস্তৃত আলোচনার বিষয় নিয়ে গিলমোর দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। সোমবার (২৪ জুলাই) ঢাকায় পৌঁছালে ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রসচিব রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) খুরশেদ আলম গিলমোরকে স্বাগত জানান। বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে গিলমোর এই সফর করছেন। ৬ দিনের সফরে গিলমোর রোহিঙ্গা ইস্যুতে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক এবং কক্সবাজারে শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করবেন বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। এর আগে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তার সাম্প্রতিক ব্রাসেলস সফরের সময় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম গিলমোরের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেন। মানবাধিকারের জন্য বিশেষ প্রতিনিধির কাজগুলো হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানবাধিকার নীতির কার্যকারিতা এবং দৃশ্যমানতা বাড়ানো। গিলমোর ২০১১ সাল থেকে ২০১৪ সালের জুলাই পর্যন্ত আয়ারল্যান্ডের কোয়ালিশন সরকারে উপ প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র ও বাণিজ্যমন্ত্রী ছিলেন।

ব্রিটেন বলছে, রাশিয়া হয়তো কৃষ্ণ সাগর অবরোধের প্রস্তুতি নিচ্ছে

লন্ডন ঃ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, গত বছর রাশিয়ার কাছ থেকে মুক্তি পাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এক মেরিন রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে ইউক্রেনের পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে আহত হয়েছেন।
কৃষ্ণ সাগর দিয়ে ইউক্রেনীয় শস্য রফতানির অনুমতি চুক্তি রাশিয়া স্থগিত করার পর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন শস্যের ব্যয়বহুল পরিবহনে সহায়তা করার কথা বিবেচনা করছে। ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বুধবার বলেছে, রাশিয়া কৃষ্ণ সাগরে তার নৌ কার্যকলাপ পরিবর্তন করেছে এবং সম্ভবত রাশিয়ান বাহিনী ইউক্রেন অবরোধ কার্যকর করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইউক্রেনের সমুদ্র বন্দরগুলো থেকে নিরাপদে শস্য পরিবহনের জন্য প্রায় ১ বছর আগে জাতিসংঘ ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় করা এক চুক্তি থেকে গত সপ্তাহে রাশিয়া তাদের নাম প্রত্যাহার করে নেয়। ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের কারণে দেশটি থেকে শস্য রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে বৈশ্বিক খাদ্য সঙ্কট আরো ঘনীভূত হয়। এই চুক্তির পর রপ্তানি আবার শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক তাদের দৈনিক আপডেটে জানিয়েছে, রুশ যুদ্ধ জাহাজ সের্গেই কোটোভ কৃষ্ণ সাগরে বসফরাস প্রণালী এবং ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দর ওডেসার মধ্যে একটি শিপিং লেনে টহল দেওয়ার জন্য মোতায়েন করা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে বিমান প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র, ছোট ড্রোন ও সাঁজোয়া যানসহ অতিরিক্ত ৪০ কোটি ডলার সামরিক সহায়তা পাঠাবে বলে জানিয়েছে পেন্টাগন। ইউক্রেনের সৈন্যরা যখন আক্রমণকারী রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে ধীরগতির পাল্টা আক্রমণে লিপ্ত, তখন এই সহায়তার ঘোষণা আসে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে ইউক্রেনের সাহসী বাহিনীকে শক্তিশালী করা এবং ইউক্রেনের সার্বভৌম অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করাই এই সহায়তার লক্ষ্য।

ম্যালদ্যার বিভিন্ন ব্লকে বিজ্যেপির ব্লক অফিস ঘের্যাও কর্মসূচি

মালদা ঃরাজ্যের পঞ্চায়েত ভোটে বেলাগাম সন্ত্রাস, ভোট লুট ছাপ্পা ভোট, আবার কোথাও কোথাও ব্যালাট বাক্স, ব্যালট পেপার উদ্ধারের ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা অবনতির কারণে এবং শাসক দলকে সহযোগিতা করার পিছনে প্রশাসনের মদত। তারই প্রতিবাদে শুক্রবার রাজ্যজুড়ে প্রতিটি বিডিও অফিস ঘেরাও কর্মসূচি বিজেপির। রাজ্যের পাশাপাশি মালদার বিভিন্ন ব্লকে বিজেপির ব্লক অফিস ঘেরাও কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন মালদার মানিকচকে দক্ষিন মালদার সাধারন সম্পাদক তথা প্রাক্তন সভাধীপতি গৌড় চন্দ্র মন্ডলের নেতৃত্বে মানিকচক বিডিও অফিস ঘেরা করা হয়। প্রথমে এক বিশাল রেলী করে বিডিও অফিসের সামনে জমায়েত করা হয়। ব্যানার প্লাকার্ড হাতে স্লোগান দিতে থাকে। এরপর সেখানে পুলিশ ব্যাড়িকড ভাঙার চেষ্টা করে বিজপি কর্মী সর্মথকেরা। পাশাপাশি রাজ্য বিজেপির নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি ব্লকে শুক্রবার বিডিও অফিস ঘেরাও অভিযানের ডাক দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার দুপুরে চাঁচল ১ নং ব্লকের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে ব্লক বিজেপি নেতৃত্ব। ব্লক দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসে তারা।সেই সময় দফাই দফাই উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশের সঙ্গে বেশ কয়েকবার ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ে বিজেপি নেতারা। বিজেপির অভিযোগ পুলিশ সর্ত প্রণোদিত ভাবে শান্তিপূর্ণ অবস্থানে অশান্তির সৃষ্টি করে।বিজেপির দাবি তারা ১০ জন প্রতিনিধি বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দিতে যাবে। কিন্তু পুলিশ তাতে বাধা সৃষ্টি করে। ব্লকের রাস্তা বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে বিজেপি নেতা নেত্রীরা। অবশেষে প্রায় এক ঘঃটা পর অনুমতি মেলে দশ জনের প্রবেশের। ব্লকের বাইরে মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। দক্ষিন মালদার বিজেপির সাধরন সম্পাদক গৌড় চন্দ্রমন্ বলেন,পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্য জুড়ে বেলাগাম সন্ত্রাস হয়েছ। ভট কারচুপি হয়েছে। মালদাও তার ব্যাতিক্রম নয়। বিজেপিক ভোট দেওয়া ব্যাল্ট গণনার পর জঙ্গলে পাও যাচ্ছে। স্কুলে ব্যালট বক্স পাওয়া যাচ্ছে। বিজেপির কর্মীরা ঘর ছাড়া হয়ে রয়েছে। এরই পরতিবাদে এদিন বিডিও অফিস ঘেরাও করা হয়েছে। ব্যবস্থা না হলে বৃহত্তর আঃেদালন হবে।

কোচবিহারে সিপিএম প্রতিনিধিদলকে ঘিরে গোব্যাগ স্লোগান, কালো পতাকা দেখানো হয়েছে

কোচবিহার ঃ বালাভূতে সিপিএম কর্মীদের বাড়ি, দোকান ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। শুক্রবার বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্ত্রাস কবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান সিপিএমের একটি প্রতিনিধি দল।উপস্থিত ছিলেন সিপিএম এর রাজ্য সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম, জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়।এদিন এলাকা পরিদর্শনের করে ফেরার পথে সিপিএম প্রতিনিধি দলকে ঘিরে ওঠে গো ব্যাক স্লোগান। দেখানো হয় কালো পতাকা। ঘটনাটি ঘটে বলাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বালাভূত এলাকায়। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। তুফানগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। যদিও তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি আফতার আলী ব্যাপারীর দাবি,এর সাথে তৃণমূল কংগ্রেস জড়িত নয়। সিপিএম নেতৃত্বকে এলাকায় দেখে সাধারণ মানুষ তাঁদের ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার ফুটবল কর্তৃপক্ষ এবং ফিফার সমালোচনা করলেন দেশটির আদিবাসী খেলোয়াড়রা

অকল্যান্ড (ওয়েবডেস্ক) ঃ অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী সম্প্রদায়ের বর্তমান এবং প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলোয়াড়রা ফার্স্ট নেশন্স ফুটবলে উত্তরাধিকার তহবিলের অভাবের সমালোচনা করেছেন। দেশটি এবার নারী বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক। অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডের সাথে এই টুর্নামেন্টের সহ-আয়োজক, কিন্তু স্বাক্ষরকারীরা মঙ্গলবার বলেছে, তারা ২৯ কোটি ১০ লাখ অস্ট্রেলিয়ান ডলার (১৯ কোটি ৬৯ লাখ ডলার) লিগ্যাসি '২৩ পরিকল্পনায় আদিবাসীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য তহবিলের সামান্য প্রমাণ দেখেছে। ফুটবল অস্ট্রেলিয়া এবং ফিফাকে সম্বোধন করা চিঠিতে বলা হয়েছে, টুর্নামেন্টে ব্যবহৃত সর্বব্যাপী আদিবাসী সংস্কৃতি, প্রতীকবাদ, ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান এবং স্থাপনা ফুটবলে আদিবাসী সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় মূল্য নির্দেশ করে
আরও ব্যবহারিক পদক্ষেপে ফিফা গিফটিং, ক্যাটারিং, আসবাবপত্র, সৃজনশীল, জীববৈচিত্র্য প্রকল্পসহ টেকসই সংগ্রহের মডেলগুলোকে প্রসারিত ও বৈচিত্র্যময় করার জন্য ফার্স্ট নেশন্স এবং মাওরি ব্যবসায়িক সরবরাহকারী নেটওয়ার্কগুলোর সদস্যপদকেও তুলে ধরে।
অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা কয়েক হাজার বছর ধরে মহাদেশে বসবাস করে, কিন্তু ১৭৮৮ সালে ব্রিটেনের উপনিবেশ হবার পর থেকে তারা বহু শতাব্দী ধরে বৈষম্য এবং অবহেলার সম্মুখীন হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় আদিবাসীদের অধিকারকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। দেশটি এই বছর একটি গণভোট করবে যাতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, তাদেরকে প্রথমবারের মতো সংবিধানে স্বীকৃতি দেয়া হবে কি না।
মরিয়ার্টি ফাউন্ডেশন আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের জন্য বুট থেকে শুরু করে বৃত্তি পর্যন্ত সবকিছুর জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য গো ফান্ড মি'র মাধ্যমে একটি ফান্ডিং ক্যাম্পেইন চালু করেছে।

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে নাইজেরিয়ার চমক, ১৩ জয়ের পর থামল যুক্তরাষ্ট্র

নাইজেরিয়া ঃ শেষ বাঁশি বাজতেই চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন নাইজেরিয়ার মেয়েরা। নাহ্, এই কান্না বেদনার নয়, বিশ্বকাপে দুর্দান্ত এক জয় পেয়ে মূলত আনন্দ অশ্রুতে ভাসছিলেন তাঁরা। স্বাগতিক ও অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী দল অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে চমক সৃষ্টি করেছে নাইজেরিয়া। ম্যাচে নাইজেরিয়ার জয় ৩-২ গোলে।
এ জয়ে 'বি' গ্রুপের শীর্ষে উঠে পরের পর্বে খেলার স্বপ্ন আরও উজ্জ্বল করেছে তারা। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া এই ম্যাচে দাপুটে খেলেও জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি। ম্যাচে ৬৪ শতাংশ বলের দখল রেখে অস্ট্রেলিয়া শট নেয় ২৮টি। যার ৮টিই লক্ষ্যে ছিল। কিন্তু এটুকুও তাদের জয়ের জন্য যথেষ্ট হয়নি।
ব্রিসবেনে এদিন শুরু থেকেই অস্ট্রেলিয়ার মেয়েদের হাতে ছিল ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ। তবে নাইজেরিয়াও চেষ্টা করছিল পাল্টা আক্রমণে গিয়ে জবাব দেওয়ার। প্রথমার্ধ যখন গোলশূন্য শেষ হওয়ার অপেক্ষায়, কেইটলিন ফোর্ডের পাস থেকে এমিলি ফন এগমন্ডের গোল এগিয়ে দেয় অস্ট্রেলিয়াকে। তবে সেই লিড খুব বেশি সময় ধরে রাখতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে ম্যাচে সমতা ফেরায় নাইজেরিয়া। ঠান্ডা মাথার ফিনিশিংয়ে আফ্রিকান দেশটিকে সমতায় ফেরান উচেন্না কানু।
বিরতি থেকে ফিরেও অস্ট্রেলিয়া চেষ্টা করে ব্যবধান বাড়ানোর। একের পর এক আক্রমণেও যায় তারা। কিন্তু সেই আক্রমণগুলো থেকে কোনো গোল পায়নি। উল্টো ৬৫ মিনিটে অস্ট্রেলিয়াকে চাপে ফেলে হেডে লক্ষ্যভেদ করে নাইজেরিয়াকে এগিয়ে দেন অসিনাচি ওহালে। অস্ট্রেলিয়ার বিপদ আরও বাড়ে আসিসাত ওশোয়ালা ৭২ মিনিটে ব্যবধান ৩-১ করলে।
দুই গোলে পিছিয়ে যাওয়ার পর অস্ট্রেলিয়া মরিয়া চেষ্টা করে ম্যাচে ফেরার। শেষ পর্যন্ত যোগ করা সময়ের ১০ মিনিটে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ব্যবধান কমান আলান্না কেনেডি। কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে। বাকি সময়ে ফসকে যাওয়া ম্যাচটাকে আর নিজেদের পক্ষে আনতে পারেনি স্বাগতিকেরা। দুর্দান্ত এক জয় নিয়েই মাঠ ছেড়েছে নাইজেরিয়া। এটি বিশ্বকাপ ইতিহাসে নাইজেরিয়ার পঞ্চম জয়।
এই ম্যাচের পর 'বি' গ্রুপে রোমাঞ্চের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ২ ম্যাচ শেষে একটি করে জয় ও ড্রয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে নাইজেরিয়া। কানাডার পয়েন্টও নাইজেরিয়ার সমান ৪। কিন্তু তারা গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকায় আছে ২ নম্বরে। ৩ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরেই থাকল অস্ট্রেলিয়া। ২ ম্যাচের ২টিতেই হেরে তলানিতে থাকল বিদায় নেওয়া আয়ারল্যান্ড।
ফিফা নারী বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ইতালির মুখোমুখি হয় আর্জেন্টিনা দিনের অন্য ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ও টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সফল দল যুক্তরাষ্ট্রকে প্রায় হারিয়েই দিয়েছিল নেদারল্যান্ডস। ১৭ মিনিটে জেমি রোর্ড এগিয়ে দেন নেদারল্যান্ডসকে। ৬২ মিনিট পর্যন্ত সেই লিড ধরে রাখে তারা। এরপর লিন্ডসে হোরানের গোলে অস্ট্রেলিয়া সমতায় ফিরলেও জয়সূচক গোলটি আর আদায় করতে পারেনি কোনো দল। এর ড্রয়ে টানা বিশ্বকাপে ১৩ ম্যাচের জয়ের পর থামল যুক্তরাষ্ট্র। গ্রুপের অন্য ম্যাচে ভিয়েতনামকে ২-০ গোলে হারিয়েছে পর্তুগাল।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে 'চেনা প্রতিপক্ষ' পেয়ে খুশি বাংলাদেশ

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ মালদ্বীপ প্রতিপক্ষ হিসেবে কেমন, সেটা খুব করে জানে বাংলাদেশ। এই মালদ্বীপকেই ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রথম রাউন্ডে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়ে খুশি বাংলাদেশ দল। আজ কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ড্রয়ে প্রথম রাউন্ডে ২০টি দলকে ১০টি জোড়ায় ভাগ করা হয়। আগামী ১২ ও ১৭ অক্টোবর হোম ও অ্যাওয়ে ভিত্তিতে ১০টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এই ম্যাচগুলোতে এগিয়ে থাকা দলসহ মোট ৩৬টি দেশ নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় রাউন্ড। দ্বিতীয় রাউন্ডে এই ৩৬ দেশকে ফেলা হবে ৯টি গ্রুপে। মালদ্বীপকে পেছনে ফেলতে পারলে দ্বিতীয় রাউন্ডে ৯ গ্রুপের যেকোনো একটিতে স্থান পাবে বাংলাদেশ। খেলার সুযোগ পাবে আরও ছয়টি ম্যাচ। মালদ্বীপকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়ে জাতীয় ফুটবল দলের সহকারী কোচ ও জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক হাসান আল মামুনের কণ্ঠে মিলেছে স্বস্তি, 'আমরা খুবই চেনা একটা প্রতিপক্ষ পেয়েছি-এটা ভালো হয়েছে। যদিও মালদ্বীপ যথেষ্ট ভালো দল।' জুনে ভারতের বেঙ্গালুরুতে মালদ্বীপকে ৩-১ গোলে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। হাসান আল মামুন মনে করেন, মালদ্বীপের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলতে নামার আগে সেই ম্যাচ দলকে বাড়তি আত্মবিশ্বাস দেবে, 'এই দলকেই এক মাস আগে সাফ ফুটবলে আমরা হারিয়েছি। তাই একটা আত্মবিশ্বাস নিয়েই আমরা অক্টোবরে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের প্রথম রাউন্ডে খেলতে নামব। আমি বলছি না মালদ্বীপ খুব সহজ প্রতিপক্ষ। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হবে।' কুয়ালালামপুরের ড্রয়ে পট-১-এ মালদ্বীপের চেয়েও কঠিন প্রতিপক্ষ ছিল। ইংদোনেশিয়া, আফগানিস্তান, ইয়েমেন, হংকং, মিয়ানমারের মতো দলের বিপক্ষে বাংলাদেশের খেলা পড়তে পারত। তাই মালদ্বীপ একধরনের স্বস্তিই হাসান আল মামুনের জন্য, 'ইন্দোনেশিয়া, ইয়েমেন, হংকং, চাইনিজ তাইপে প্রতিপক্ষ হিসেবে অনেক কঠিন। আমরা খুব করেই চাচ্ছিলাম, চেনা কোনো প্রতিপক্ষ পড়ুক আমাদের সামনে। মালদ্বীপ বা নেপালকেই চাচ্ছিলাম। সেটি হয়েছে। আমরা খুশি। এখন আমাদের প্রস্তুতিটা খুব ভালো করে নিতে হবে। দ্বিতীয় রাউন্ডে কোয়ালিফাই না করার কোনো কারণ নেই।' মালদ্বীপের বিপক্ষে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা অম্লমধুর। একসময় মালদ্বীপ ছিল বাংলাদেশের সহজ প্রতিপক্ষ। তাদের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবচেয়ে বড় জয়টি ৮-০ গোলের। মালদ্বীপকে একসময় ৫-০ গোলেও হারিয়েছে বাংলাদেশ। একাধিক ড্রও আছে। তবে ২০০৩ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে মালদ্বীপকে হারানোর পর ১৮ বছর ধরে শুধু হারই সঙ্গী হয়েছে বাংলাদেশের। এর মধ্যে একটি ৫-০ গোলের হারও আছে। তবে ২০২১ সালে শ্রীলঙ্কার মাটিতে ২-১ গোলে জিতে খরা কাটানোর পর গত মাসে বেঙ্গালুরুতে ৩-১ গোলের দাপুটে জয় বিশ্বকাপ বাছাইয়ে মালদ্বীপের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে বাড়তি প্রেরণা হয়েই থাকছে।

২৯ বছর পর শ্রীলঙ্কাকে ধবলধোলাই করল পাকিস্তান

কলম্বো ঃ জিম লেকার, অনিল কুম্বলে, এজাজ প্যাটেল...। টেস্ট ইনিংসে ১০ উইকেট নেওয়াদের ছোট তালিকায় আজ নাম ওঠানোর সম্ভাবনা তৈরি করেছিলেন নোমান আলী। কিন্তু 'বাগড়া' দিলেন নাসিম শাহ! এক এক করে শ্রীলঙ্কার প্রথম ৭ উইকেটই তুলে নিয়েছিলেন পাকিস্তানের বাঁহাতি স্পিনার নোমান। তবে শেষ বিকেলে দারুণ রিভার্স সুইং পাওয়া নাসিম সেটা হতে দেননি। ডানহাতি এ পেসার ৬ বলের মধ্যে ৩ উইকেট তুলে নিলে দ্রুতই গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কার ইনিংস। যে গুটিয়ে যাওয়া শুধু একটা ইনিংসের নয়, ম্যাচের এবং সিরিজেরও।
আজ কলম্বো টেস্টের চতুর্থ দিনে নোমান-নাসিমের বোলিং-ঝড়ে পড়ে শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় ইনিংস থেমেছে ১৮৮ রানে। প্রথম ইনিংসে ১৬৬ রানে আটকে যাওয়ার কারণে সব মিলিয়ে শ্রীলঙ্কার রান মাত্র ৩৫৪। আর পাকিস্তান এক ইনিংস ব্যাট করেই তুলেছিল ৫ উইকেটে ৫৭৬ রান। যার অর্থ, ইনিংস ও ২২২ রানের বিশাল ব্যবধানে জিতেছে বাবর আজমের দল।
সেই সঙ্গে গল টেস্টেও জয় থাকায় ২-০ ব্যবধানে সিরিজও জিতেছে পাকিস্তান। দুই দলের দুই বা তার বেশি ম্যাচের টেস্ট সিরিজে এ নিয়ে দশমবার সিরিজ জিতল পাকিস্তান। আর শ্রীলঙ্কাকে ধবলধোলাই করে সিরিজ জিতল ২৯ বছর পর, সর্বশেষটি ছিল ১৯৯৪ সালে। কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব গ্রাউন্ডে চতুর্থ দিনের সকালে পাকিস্তানের জয় নিয়ে সংশয় কমই ছিল। আগের দিনের সঙ্গে ৫৬৩ রানের সঙ্গে আর মাত্র ১৩ রান যোগ করেই প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে পাকিস্তান। একাই ১৩ রান তুলে পঞ্চাশ পূর্ণ করেন মোহাম্মদ রিজওয়ান।
শ্রীলঙ্কা ব্যাটিংয়ে নামে ৪১০ রানে পিছিয়ে থেকে। দিমুথ করুনারত্নে আর নিশান মাদুশকার উদ্বোধনী জুটিতে অবশ্য প্রতিরোধ গড়ারই ইঙ্গিত ছিল, প্রথম ১৮ ওভার ব্যাট করে ৬৯ রান তুলে নেন দুজনে। তবে নোমান বোলিংয়ে আসতেই খেই হারাতে শুরু করে শ্রীলঙ্কা। প্রথম বলেই বোল্ড হন মাদুশকা। ৭২ বলে ৩৩ রান করেন আগের ইনিংসে মাত্র ৩ ওভার বল করা নোমান।
৩৬ বছর বয়সী এই বাঁহাতি স্পিনার এরপর শ্রীলঙ্কার আর কোনো ব্যাটসম্যানকে থিতু হতে দেননি। তার একেকটি স্পিন ভেলকিতে আউট হয়ে ফেরেন করুনারত্নে (৬১ বলে ৪১), দিনেশ চান্ডিমাল, ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা, সাদিরা সামারাবিক্রমা ও রমেশ মেন্ডিসরা। বিনা উইকেটে ৬৯ থেকে ১৭৭ রানে সপ্তম উইকেট হারায় শ্রীলঙ্কা-সব কটিই নোমানের।
নোমানের সপ্তম শিকার হওয়ার আগে রমেশের আউট নিয়ে বেশ নাটকীয়তা তৈরি হয়। ইনিংসের ৬২তম ওভারে নাসিমের দ্বিতীয় বল রমেশের প্যাডে লাগে। আম্পায়ার আউট না দিলে রিভিউ নেয় পাকিস্তান, তবে লেগ স্টাম্প মিস করায় সিদ্ধান্ত বহাল থাকে। এর পর তৃতীয় ও চতুর্থ বলে আবারও রমেশের বিরুদ্ধে এলবিডব্লিউর আবেদন করেন নাসিম। দুইবারই আম্পায়ার আউট দেন। তবে রিভিউ চেয়ে টিকে যান রমেশ।
তবে কিছুক্ষণ পরই নোমানকে এগিয়ে খেলতে গেলে স্টাম্পিং হন ৪২ বলে ১৬ রান করা রমেশ।
রমেশকে আউট করতে না পারলেও শ্রীলঙ্কার শেষ তিন ব্যাটসম্যানকে তুলে নেন নাসিম। যাতে আবারও দুই শর আগে থেমে যায় স্বাগতিকরা। ম্যাচের সঙ্গে হারে সিরিজও।
সংক্ষিপ্ত স্কোর ঃ
শ্রীলঙ্কা ঃ ১৬৬ ও ১৮৮ (ম্যাথুজ ৬৩, করুনারত্নে ৪১, মাদুশকা ৩৩ নোমান ৭/৭০, নাসিম ৩/৪৪)।

পাকিস্তান প্রথম ইনিংস ঃ ৫৭৬/৫ ডিক্লে. (শফিক ২০১, সালমান ১৩২, শাকিল ৫৭ আসিতা ৩/১৩৩, জয়াসুরিয়া ২/১৯৪)।
ফল ঃ পাকিস্তান ইনিংস ও ২২২ রানে জয়ী।
সিরিজ ঃপাকিস্তান ২-০ ব্যবধানে জয়ী।

আটাসু নেতা মিলন বুড়াগোহাই এর অডিও ভাইরাল হওয়া মামলায় পুলিশের জালে আবদ্ধ হওয়া জিতু দাস তার ব্যক্তিগত সহায়ক নয় বলে স্পষ্টিকরণ রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতার

খবর প্রচার করার আগে একবার জিজ্ঞাস করা উচিত ছিল

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ উজান অসমের সুপারি সিন্ডিকেটকে কেন্দ্র করে আটাসুর সভাপতি মিলন বুড়াগোহাই এর অডিও ভাইরাল হওয়া পর বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। ভিতরে বিতর্কিত অডিও ভাইরাল হওয়ার পর ইতিমধ্যে আটাসু নেতা মিলন বুড়াগোহাইকে সভাপতির পর থেকে অপারেশন অপসারণ করা হয়েছে। তাছাড়া পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন বিজেপি নেতা লাচিত গগৈ। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতার ব্যক্তিগত সহায়ক জিতু দাশ বর্তমান পুলিশের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন বলে খবর প্রচারিত হয়েছে। অবশেষে এক্ষেত্রে মুখ খুলেছেন তিনি। জিতু দাস তার ব্যক্তিগত সহায়ক নয় বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা।

প্রসঙ্গত বুধবার দিপু সদর থানায় উপস্থিত হয়েছিলেন জিতু দাস। মূলত আটাসু নেতা মিলন বুড়াগোহাই এর অডিও ভাইরাল হওয়ার মামলায় জিতু দাসের নাম জড়িয়ে গেছিল। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করার প্রস্তুতি চালানোর মধ্যেই তিনি এসে থানায় উপস্থিত হওয়ার পর তাকে পুলিশের শীর্ষকর্তারা জেরা করেছেন বলে জানা গেছে। এবার এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা। এদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন হঠাৎ করে জিতু দাস প্রসঙ্গে তার নাম এক্ষেত্রে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ জিতু দাস নামে তার কোনো ব্যক্তিগত সহায়ক নেই। তিনি শুধুমাত্র একজন বিধায়ক। মন্ত্রী নন। ফলে তার ব্যক্তিগত সহায়ক কিংবা পিএ থাকার কথা অবাস্তব। তবে দলীয় কয়েকজন কর্মী সাহায্য করার জন্য তার সঙ্গে থাকেন। তারা তার ব্যক্তিগত সহায়ক নন কিংবা পিএ নন। কিন্তু জিতু দাস নামে তার সঙ্গে কেহ নেই বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।

রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা বলেন জিতু দাস নামে কোন ব্যক্তি তার সঙ্গে থাকেন না। তবে তার সঙ্গে তাকে সাহায্য করার জন্য দিয়ে থাকেন সেই ব্যক্তির নাম লোহিত কুমার বড়ুয়া বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। ভবেশ কলিতা বলেন তিনি কোচ রাজবংশী সম্মেলনের উপাধ্যক্ষ। বিজেপি দলে বিভিন্ন ব্যক্তি আসেন। দলের বিভিন্ন কার্যকর্তা তার সঙ্গে এসে ফটো তোলেন, গামছা প্রদান করেন। এটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু জিতু দাস তার সহায়ক বলে যে খবর প্রচার করা হয়েছে সেটা ভুয়া এবং মিথ্যা।

প্রচার মাধ্যমের উচিত ছিল এই খবর প্রকাশ করার আগে তাকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া। এভাবে খবর প্রচার করে কোন ব্যক্তিকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার বৃথা প্রচেষ্টা করা যাতে না হয় সে ক্ষেত্রে সজাগ থাকার জন্য সংবাদ মাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা।

তিনি বলেন বারংবার এই খবর প্রচার করা হচ্ছে যে ভবেশ কলিতার ব্যক্তিগত সহায়ক। তার কোনো ধরনের ব্যক্তিগত সহায়ক নেই। তবে তাকে সাহায্য করার জন্য দলীয় কর্মীরা রয়েছেন। বিশেষ করে একজন তার সঙ্গে তার কাজের সাহায্য করেন। তিনি পিএ কিংবা সহায়ক নন। কিন্তু এরপরেও যদি কোনো ব্যক্তি জিতু দাশের নাম উল্লেখ করে তাকে চ্যালেঞ্জ করতে আসে সেটা তিনি গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে পাল্টা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেন জিতু দাস তার ব্যক্তিগত সহায়ক বলে কোন ব্যক্তি যদি প্রমাণ করতে পারেন তাহলে করতে পারেন। এক্ষেত্রে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন কোনো ব্যক্তি যদি জিতু দাস তার সহায়ক কিংবা পিএ বলে কোনো চিঠি রয়েছে সেটা দেখিয়ে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা।

প্রসঙ্গত আটাসু নেতা মিলন বুড়াগোহাই এর অডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বিস্তর জল ঘোলা হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। মিলন বুড়াগোহাইকে আটাসুর সভাপতি পদ থেকে তড়িঘড়ি সরিয়ে দেওয়া হয়। সংগঠনটির উপসভাপতি বসন্ত গগৈকে আটাসুর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে পুলিশ আটাসুর উপসভাপতি বসন্ত গগৈকে ইতিমধ্যে জেরা করেছে। তাছাড়া এই ঘটনায় নাম জড়িয়ে পড়া বিজেপি নেতা লাচিত গগৈকে দলের ওবিসি মোর্চার উপসভাপতির পদ থেকে নিলম্বন করা হয়েছে। প্রাক্তন বিজেপি নেতা লাচিত গগৈকে দুইবার নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ব্যাপকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ।

ভুয়া এনকাউন্টার এবং দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ অফিসারদের কেন্দ্র করে ডিজিপি জিপি সিংহের প্রতি পাল্টা তোপ আলফার

এনকাউন্টার না করে অপরাধী পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্য মোবাইলের ক্যামেরাতে ধরে ধরে রেখে সেটা আদালতে দাখিল করার আহ্বান

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সম্প্রতি পরেশ বড়ুয়া নেতৃত্বাধীন নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আলফা রাজ্যের ডিজিপি জিপি সিংহকে অসম ত্যাগ করার হুমকি দিয়েছিল। তবে এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে ডিজিপি বলেছিলেন তার চাকরি জীবনে এই ধরনের অনেক হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। ফলে তার কাছে এই ধরনের হুমকির কোনো মূল্য নেই। উল্টো আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়াকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসে রাজ্যের উন্নয়নের সমভাগি হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। এবার ফের ভুয়া এনকাউঃটার এবং দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ অফিসারদের কেন্দ্র করে ডিজিপি জিপি সিংহের প্রতি পাল্টা জবাব দিয়েছে আলফা। এমনকি ভুয়া এনকাউন্টার না করে অপরাধী পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্য মোবাইলের ক্যামেরাতে ধরে ধরে রেখে সেটা আদালতে দাখিল করার জন্য নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আলফার তরফে আহবান জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত সংবাদ মাধ্যমে বুধবার আলফার প্রচার বিভাগের সদস্য ক্যাপ্টেন রুমেল অসম এর স্বাক্ষর যুক্ত এক বিবৃতি পাঠানো হয়েছে। এই বিবৃতিতে উল্লেখ করা বক্তব্য অনুযায়ী আলফা বলেছে ডিজিপি জিপি সিংহ তাদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসে রাজ্যের উন্নয়নের সমভাগি হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু ডিজিপি জিপি সিংহের এটা জানা প্রযোজন যে আলফার নেতৃত্বে অব্যাহত থাকা অসমের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার সম্মিলিত জাতীয় মুক্তি বিপ্লব অসমের উন্নয়নের জন্য নয়। এই বিপ্লব অসমের ভূমিপুত্র কিংবা থলগিরি সাধারণ জনতার জন্মগত অধিকারের জন্য। বিশেষ করে জমি এবং জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকার। ভবিষ্যতে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর অসমের উন্নয়ন কিভাবে হবে সেটা আলফার জানা রয়েছে। ডিজিপি অভিযোগ করেছেন আলফা অসমের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক অন্তরায়। কিন্তু অসমের ভূমিপুত্র কিংবা থলগিরি সাধারণ জনতার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করা ব্যক্তিরা কে, আমজনতার জন্য বরাদ্দ হাজার হাজার কুইন্টাল চাউল লুণ্ঠন করে বিলাসী জীবন যাপন করা ব্যক্তিরা কে সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছে আলফা।

ডিজিপি জিপি সিংহ যে আইনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন সেটা আলফরো জানা রয়েছে। ফলে বিভিন্ন সময়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া আলফা সদস্যদের উপর আইন অনুযায়ী বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে যে রায়দান করা হয়েছে সেটা সমর্থন না করলেও আলফা সেটার প্রতিবাদ করেনি। কারণ পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের আইন ব্যবস্থাকে সমর্থন জানায় আলফা। কিন্তু ডিজিপি কি করছেন। বিনা বিচারে অভিযুক্তদের গুলি করে হত্যা করে সেটাকে এনকাউন্টারের নাম দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের সর্বোচ্চ আসনা থেকেও তিনি এটা শিখেননি যে সামরিক অভিধানে এনকাউন্টার শব্দের অর্থ কি। একজন অপরাধী আদালতে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সেই ব্যক্তি অপরাধী নন। সেই অপরাধীকে গুলি করার কোন আইনে অনুমতি দিয়েছে সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছে আলফা। পুলিশের ডিজিপি বলে তিনি আইনের উর্ধ্বে নন। বর্তমান সময় পর্যন্ত পুলিশ যত এমকাউন্টার করেছে সেটা শুদ্ধ বলে প্রমাণ করতে পেরেছে কি সেই প্রশ্ন উত্থাপন করে আলফা বলেছে বর্তমান প্রত্যেকের হাতে হাতে মোবাইল রয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে পুলিশের হাতেও মোবাইল থাকে। ফলে এবার কি পরিস্থিতিতে একজন অপরাধী পালাতে সক্ষম হয়েছে কিংবা পুলিশ গুলি করতে বাধ্য হয়েছে সেটা মোবাইলে ধরে রেখে আদালতে দাখিল কেন করা যায়নি সেটা জানতে চেয়েছে আলফা।

তাছাড়া পুলিশের কাছে এমনকি দিব্যদৃষ্টি রয়েছে যেটা সাহায্যে অন্ধকারের মধ্যেও অপরাধীদের পা লক্ষ্য করে গুলি করে লক্ষ্যভেদ করতে পারে। এই বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য ডিজিপিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে আলফা। যদি এটা প্রমাণ করা না যায় তাহলে এটা পুলিশের মিথ্যাচার হবে কিনা সেটাও জিজ্ঞাসা করেছে আলফা। তবে পুলিশের এই মিথ্যাচার একজন সাধারণ কিশোর ও বুঝতে পারে। ডিজিপির নাম অনুযায়ী জ্ঞানী মানুষ আইনকে শ্রদ্ধা এবং সম্মান করেন। আইন মেনে চলেন। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিংহ এর সম্পূর্ণ বিপরীত বলে মন্তব্য করেছে আলফা। এদিকে মিলন বুড়াগোহাই কিংবা লাচিত গগৈর টেলিফোনের বার্তায় এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে দুজনেই দুর্নীতি এবং অপরাধের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে আলফা। ফলে এদের উপর পুলিশের আইনি ক্ষমতা প্রযোগে করে বীরত্ব প্রদর্শন করার পাশাপাশি নিরপেক্ষভাবে তাদের দুর্নীতি প্রমাণ করার জন্য ডিজিপি জিপি সিংহের প্রতি আলফা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে।

প্রয়াত এসআই জোনমণি রাভার মৃত্যুর ক্ষেত্রে কেন বৈষম্য করা হয়েছে সেটাও পুলিশ প্রধানকে প্রশ্ন করেছে আলফা। জোনমণি রাভার হত্যার সঙ্গে ড্রাগস নকল সোনা জাল নোট চোরাকাঠের সরবরাহ ইত্যাদির মত অপরাধের সঙ্গে নাম জড়িয়ে থাকা পুলিশ অফিসারদের উপরে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আলফা সেটা জানতে চেয়েছে। পুলিশ পুলিশের দুর্বলতা ভালো করে জানে। ফলে সে পুলিশ অফিসাররা পালানোর চেষ্টা করেননি এবং তাদের এন্ড কাউন্টার ও করা হয়নি। কিন্তু উত্তর প্রদেশে গাড়ি চালক দুই দিনের মধ্যে জামিন পেয়ে গেলেন। এটা কি করে সম্ভব হলো। মাধ্যমে বুঝা যায় যে এই ঘটনাটি রহস্য ভেদ করতে গেলে ডিজিপি জিপি সিংহ নিশ্চিতভাবে উলঙ্গ হয়ে পড়বেন বলে মন্তব্য করেছে আলফা।

এসআই কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত পিকে দত্ত নামের একজন অসমের সাধারণ মানুষের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেও জামিন পেয়েছিল বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে আলফা। ফলে এইসব প্রতিটি বিষয়ে পুলিশের পরিকল্পিত খেলা বলে আলফা মনে করছে। কিন্তু এর বিপরীতে বিধায়ক অখিল গগৈর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টো ছবি দেখা যায়। এক বছর থেকে বেশি সময় ধরে বন্ধুত্ব জীবন পার করার পরেও তাকে এনআইএ আদালতে ডেকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে মানসিক অত্যাচার করা হচ্ছে। যদি ডিজিপিকে নিজের মতেই চলতে হয় তাহলে আদালত বিচার ব্যবস্থার প্রযোজন কোথায়, সেসব উঠিয়ে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে আলফা। অন্যদিকে আলফার নামে ভুয়া অর্থ দাবি করা ব্যক্তিত্বদের সংগঠনকে এই কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করে দিয়েছে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনটি।

ডিজিপি জিপি সিংহ আলফার উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন তার দুঃখ এটাই লেগেছে যে তার নাম বিবৃতিতে আলফা শুদ্ধ করে লিখেনি। অর্থাৎ তার নাম জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিংহের স্থানে জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ সিংহ বলে উল্লেখ করেছে আলফা। এর জবাবে এদিনের প্রেস বিবৃতিতে আলফা উল্লেখ করেছে যে প্রতাপ এর স্থানে প্রসাদ বলার ক্ষেত্রে ডিজিপির দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। কারণ তার নাম জ্ঞানেন্দ্রের অর্থ জ্ঞানের অধিকারী অথবা জ্ঞানী। জ্ঞানী ব্যক্তি কিভাবে প্রতাপী হতে পারেন। অসমীয়া ভাষায় জ্ঞানের পর প্রতাপ শব্দ ব্যবহার হয় না। প্রতাপ শব্দটি প্রকৃতার্থে যুদ্ধ করা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। কিন্তু ডিজিপির সাম্প্রতিক কর্মকান্ড তাকে জ্ঞানী অথবা যুদ্ধ করা ব্যক্তি কোনো শাখাতেই রাখেনি। ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতাপ এর বদলে প্রসাদ উল্লেখ করা হয়েছে বলে প্রেস বিবৃতিতে মন্তব্য করেছে আলফা।

টুকরো খবর

পাল্টাপাল্টি সমাবেশ, শঙ্কা উদ্বেগ

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পাল্টাপাল্টি সমাবেশ ঘিরে রাজধানীতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

সংঘাতের আশঙ্কায় মানুষের মধ্যে বেড়েছে উদ্বেগ। শুক্রবার দুপুরে দুই দলের সমাবেশ হওয়ার কথা। যদিও মানুষকে আশ্বস্ত করে পুলিশ কমিশনার বলেছেন, যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুলিশ প্রস্তুত রয়েছে। রাজনৈতিক দল দু'টির নেতারাও বলছেন, তারা কোন সংঘাত চান না। তাদের কর্মসূচী হবে শান্তিপূর্ণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরেটাস অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, আমাদের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ক্ষমতায় থাকা বা ক্ষমতায় যাওয়া। তারা তো মানুষের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করে না। আমরা আগে কখনও এভাবে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি দেখিনি। এটা বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা। এখন যে পরিস্থিতি আমরা দেখছি, তাতে তো আতঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সবাই তো উদ্বেগের মধ্যে আছে। কখন যেন সংঘাত বেঁধে যায়। এই পরিস্থিতির উত্তরণ তখনই সম্ভব, যখন তারা আলোচনা করে সমাধানের চেষ্টা করবেন। এখন পর্যন্ত তো আমরা সেই অবস্থা দেখছি না। সবকিছুই তো হচ্ছে নির্বাচনের কারণে। ফলে সবাই যদি একটু ছাড় দেওয়ার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসে তাহলে সম্ভব। শুক্রবার দুপুরে বিএনপির মহাসমাবেশ হওয়ার কথা রয়েছে নয়াপল্টনে পার্টি অফিসের সামনে। একই সময় আওয়ামী লীগের তিন সহযোগী সংগঠনের ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের শান্তি সমাবেশের কথা বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিন গেটে। দুই দলের সমাবেশের স্থান দুই কিলোমিটারেরও কম দূরত্বের মধ্যে। উভয় দল সারাদেশ থেকে নেতাকর্মীদের ঢাকায় এনেছে। বিশাল শোডাউনের প্রস্তুতি নিয়েছে তারা। এদিকে সংঘাতের শঙ্কায় বৃহস্পতিবার সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসেও রাস্তায় তেমন গাড়ি দেখা যায়নি। অজানা আতঙ্কে খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া কেউ বের হননি। অথচ অন্য সময় শেষ কর্মদিবসে দিনভর শহর যানজটে থমকে থাকে। ঢাকার মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। পরে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে রিজভী বলেন, শুক্রবারের সমাবেশে যোগ দিতে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিএনপির নেতাকর্মীরা ঢাকায় এসেছেন। তাদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ রাজধানীর বিভিন্ন আবাসিক হোটেলসহ বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালাচ্ছে। তাদের ৩০০ জনের বেশি নেতাকর্মীকে পুলিশ এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেছে। তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে বুধবার রাতে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কাছাকাছি মিডওয়ে হোটেল থেকেই দলটির ৫০ জনের বেশি কর্মীকে আটক করা হয়েছে। এর বাইরে কতজনকে আটক করা হয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত পুলিশ তা আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি। পুলিশের সূত্র জানায়, ঢাকা মহানগর পুলিশ ৪১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের মধ্যে বিএনপির ৩৬৬ কর্মী রয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাতে গ্রেপ্তার ৭৫ নেতাকর্মীকে বৃহস্পতিবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। তবে এই ধরপাকড়ের কথা অস্বীকার করেছেন পুলিশ কমিশনার খন্দকার ফারুক হোসেন। তিনি বলেছেন, এই গ্রেফতার প্রক্রিয়া নিয়মিত কাজের অংশ। কোন সমাবেশ ঘিরে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। পাল্টাপাল্টি সমাবেশ ঘিরে যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করতে আপনারা কী পদক্ষেপ নিয়েছেন? জানতে চাইলে কমিশনার বলেন, পুলিশ সতর্ক অবস্থায় আছে। এর আগেও আমরা দেখেছি, রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে বোমা হামলা হয়েছে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে। এবার যেন এই ধরনের কোন ঘটনা না ঘটতে পারে সেজন্য আমরা চেকপোস্টে তল্লাশির পাশাপাশি সব ধরনের কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি, দুই দলকেই রাজধানীতে সমাবেশ করতে একই শর্ত বদেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। রাজনৈতিক দলগুলোকে আপনারা কেন রাস্তায় সমাবেশ করার অনুমতি দেন? রাজনৈতিক দলগুলো আগেপরে সমাবেশ করতে পারে, এতে মানুষের দুর্ভোগও কম হয়। এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, এটা তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, এখানে আমার কিছু বলার নেই। এটা রাজনৈতিক নেতাদের জিজ্ঞাসা করুন, আমি তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ মুহূর্তে, আমার কাছে আইন শৃঙ্খলা নিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। দুই দলের সমাবেশ ঘিরে মানুষ যে আতঙ্কিত সে ব্যাপারে বিএনপির পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করতে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হারুনুর রশীদ বলেন, আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করছি। কিন্তু আমাদের সমাবেশের সময় আওয়ামী লীগ যে কর্মসূচি দিচ্ছে তাতেই তো সংঘাতের পরিবেশ তৈরি করছে। এতে যে মানুষের মধ্যে আতঙ্কময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেটা সত্যি। কিন্তু এর জন্য কারা দায়ী? সাধারণ মানুষ তো সেটা দেখছে। আসলে তারা তো চায়, সংঘাত বাঁধাতে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আ. ফ. ম. বাহাউদ্দিন নাছিম বলেন, আমরা তো শান্তির পক্ষে। যে কারণে আমরা তো শান্তি সমাবেশ করছি। যারা আগুন সন্ত্রাস করেছে, যারা দেশে গণতন্ত্র চায় না, তারা আতঙ্ক সৃষ্টি করে ফায়দা তুলতে চাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সব সময় গণতন্ত্রের পক্ষে। সাংবিধানিক ধারা অব্যহত রাখতে কাজ করে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ। আর বিএনপি সেটা ধ্বংস করতে চায়। তাদের সেই সুযোগ দেওয়া হবে না।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শুক্রবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
28:07:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রতি বিএনপির বার্তা ‐ হুমকি নাকি কাছে টানার চেষ্টা?

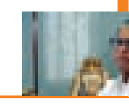

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের বিরোধী দল বিএনপি বলেছে তারা ক্ষমতায় গেলে কোন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে দলীয় বিবেচনায় কিংবা আক্রোশমূলক কোন ব্যবস্থা নেবে না এবং কাউকে নিতেও দেবে না। দলের এক বিবৃতিতে আরও বলা হয়, যেসব কর্মকর্তা কর্মচারীরা কর্তৃপক্ষের চাপে বা আদেশে বেআইনি কাজ করেছেন তারা 'এখন থেকে এ ধরণের কাজ না করলে' তাদের ভূমিকাও সহানুভূতির সাথে দেখবে দলটি। দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ বিবৃতিটি দিয়েছেন যা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা চলছে। এ বিবৃতিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রতি কোন প্রচ্ছন্ন হুমকি কিনা ‐ এ প্রশ্নের জবাবে বিএনপির একাধিক নেতা বলেছেন, প্রশাসনকে সচেতন করাই তাদের লক্ষ্য। এই নেতারা বলছেন, প্রশাসনে কাজ করা কর্মকর্তাদের তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি অতীতে যে যাই করুক ‐ এখন থেকে নিরপেক্ষ আচরণ করলে তাদের চাকুরীর সুরক্ষা বিএনপি ক্ষমতায় আসলেও থাকবে ‐ এমন বার্তাই দেয়া হচ্ছে দলটির পক্ষ থেকে।

উত্তর কোরিয়া সফরে গেলেন রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী শোইগু

পিয়ংইয়ং (এজেন্সী) ঃ রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগুর নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিনিধিদল বুধবার উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ংইয়ং পৌঁছেছে। কোরিয়া যুদ্ধের অবসানের ৭০তম বার্ষিকী উদযাপনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই তাদের এ সফর।

একই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে একটি চীনা প্রতিনিধিদলও বুধবারই আরো পরের দিকে উত্তর কোরিয়ায় এসে পৌঁছাবে।

এ বার্ষিকীর দিনটি উত্তর কোরিয়ায় বিজয় দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয় এবং এ উপলক্ষে পিয়ংইয়ংএ বিশাল সামরিক কুচকাওয়াজ হয়ে থাকে।

কোভিড মহামারির বিস্তার ঠেকাতে ২০২০ সালে উত্তর কোরিয়া তাদের সীমান্ত ও সবরকম বৈদেশিক কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল। এর পর এই প্রথম এ ধরনের সফর হচ্ছে।

তবে এ সফরের মধ্যে দিয়ে পিয়ংইয়ংএর সীমান্ত নীতির কোন পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে কিনা তা স্পষ্ট নয়।

কিছু বিশ্লেষক বলছেন, দেশটির বিজয় দিবসের প্যারেডে চীনা ও রুশ দূতদের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে কোভিড বিধিনিষেধ শিথিল করার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কয়েক সপ্তাহ আগে উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় মিডিয়ায় লোকজনকে মাস্ক ছাড়া হেঁটে বেড়াতে দেখা গেছে।

একই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে একটি চীনা প্রতিনিধিলও আসছে ‐ যার নেতৃত্ব দেবেন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারণী কমিটির লি হংঝং।

চীন ও রাশিয়া দীর্ঘকাল ধরেই উত্তর কোরিয়ার মিত্র। ১৯৫০এর দশকে কোরিয়া যুদ্ধের সময় এ দুটি দেশই উত্তর কোরিয়াকে সমর্থন যুগিয়েছিল।

রুশ প্রতিনিধিদলটি পিয়ংইয়ং এসে পৌঁছালে তাদের উষ্ণ সংবর্ধনা জানানো হয়। রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী শোইগু একটি সেনা দলের সালাম নেন। তাকে স্বাগত জানিয়ে একটি ব্যানার ঝুলতে দেখা যায়।

সংবাদদাতারা বলছেন, মস্কো যে এখন উত্তর কোরিয়াকে কূটনৈতিক ও সামরিক মিত্র হিসেবে গুরুত্ব দিচ্ছে তা এ সফর থেকে বোঝা যায়।

গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে আভাস মিলছে যে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য রাশিয়া বিপুল পরিমাণ কামানের গোলা এবং রকেট কিনেছে উত্তর কোরিয়ার কাছ থেকে।

ওয়াশিংটন ইতোমধ্যে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে যে তারা ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য রাশিয়াকে সামরিক সাহায্য দিচ্ছে। তবে পিয়ংইয়ং এবং মস্কো উভয়েই একথা অস্বীকার করেছে।

বিবিসির সংবাদদাতা বলছেন, ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে যে ভূ রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমাগত বাড়ছে ‐ তার প্রেক্ষাপটেই মি. শোইগুর এ সফর। অন্যদিকে তাইওয়ানকে কেন্দ্র করে বেজিং ও ওয়াশিংটনের সম্পর্কেরও এখন অবনতি হয়েছে।

সম্প্রতি ট্রাভিস কিং নামে একজন মার্কিন সৈন্য উত্তর কোরিয়ায় পালিয়ে যাবার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র পিয়ংইয়ংএর সাথে কথা বলার চেষ্টা করে যাচ্ছে

ডেঙ্গু রুখতে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে বাংলাদেশিদের রক্ত পরীক্ষার প্রস্তাব

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশ থেকে ডেঙ্গু জীবাণু নিয়ে কেউ সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসছেন কী না, তার ওপরে নজর রাখতে সীমান্তের অভিবাসন কেন্দ্রগুলিতে ডেঙ্গুর রক্ত পরীক্ষা করার প্রস্তাব দিয়েছে কলকাতা কর্পোরেশন। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাংলাদেশ থেকে ডেঙ্গু আক্রান্ত কেউ রাজ্যে আসছেন কী না, তা জানতে সীমান্তে রক্ত পরীক্ষার প্রস্তাবের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

বাংলাদেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়াবহ হওয়ার পরে এবার পশ্চিমবঙ্গেও ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। গত ১২ দিনে পশ্চিমবঙ্গে অন্তত সাতজনের মৃত্যু হয়েছে, আক্রান্ত তিন হাজারেরও বেশি।

কলকাতার বাইরে, জেলাগুলিতেও খুব দ্রুত ডেঙ্গু ছড়াচ্ছে বলে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সূত্রগুলি জানাচ্ছে।

কেন বাংলাদেশিদের রক্ত পরীক্ষা?

কলকাতার ডেপুটি মেয়র ও স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলছেন যে পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশে ব্যাপক হারে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে। আবার নিয়মিত বহু মানুষ বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় আসেন। তাদের মাধ্যমে যাতে কলকাতায় ডেঙ্গু সংক্রমণ না ছড়ায়, সেজন্যই সীমান্তে অভিবাসন কেন্দ্রে রক্ত পরীক্ষা করা উচিত। মি. ঘোষ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, মানুষের শরীর ডেঙ্গু ভাইরাসের বাহক। কোন মানুষ হয়তো ডেঙ্গু নিয়ে এখানে আসছেন। এইরকম একটি লোককে যদি এখানকার এডিস মশা কামড়ায় ‐ তাতে এখানকার আরও বেশ কিছু মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হবে।

সেই কারণেই আমরা চাইছি যে অভিবাসন পয়েন্টে যেন রক্ত পরীক্ষা হয়। রাজ্য সরকারকে আমরা চিঠি দিয়ে অনুরোধ করব যেন তারা এ বিষয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে, জানাচ্ছিলেন অতীন ঘোষ।

স্থল আর বিমান বন্দর ‐ দুই জায়গাতেই বাংলাদেশিদের রক্ত পরীক্ষার প্রস্তাব পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

তবে সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ড. সায়ন চক্রবর্তী বলছিলেন যে এরকম একটা প্রস্তাবের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

তার কথায়, এটা তো কোভিডের মতো নতুন কোনও ভাইরাস নয় যে সীমান্তে পরীক্ষা করে সংক্রমণ আটকানো যাবে। বাংলাদেশে যেরকম ব্যাপকভাবে ডেঙ্গু হচ্ছে, তাতে এটা সেকেন্ডারি ডেঙ্গু বলেই মনে হচ্ছে।

সেখান থেকে ভাইরাস নিয়ে যদি কেউ এদিকে আসে, তাতে যে সিভিয়ার ডেঙ্গু ছড়াবে পশ্চিমবঙ্গে, তার কোনও মানে নেই। এখানকার ভাইরাস থেকেও দ্বিতীয়বার কারও ডেঙ্গু হতে পারে আর সেক্ষেত্রে সিভিয়ার হওয়ারই সম্ভাবনা থাকে। ডাক্তার চক্রবর্তী কলকাতার যে হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত, সেখানে এখনও পর্যন্ত 'সিভিয়ার' ডেঙ্গু রোগী সেভাবে না এলেও চিকিৎসকরা আশঙ্কা করছেন যে রোগীর সংখ্যা, এবং 'সিভিয়ার' ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়বে অদূর ভবিষ্যতে। তবে রাজ্যের সার্বিক ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে।

বুধবার স্বাস্থ্য দপ্তর ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে একটা বৈঠকও করেছে। ওই বৈঠকে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে যেমন আলোচনা হয়েছে, তেমনই পরিকাঠামোতে কোথায় খামতি রয়েছে, তাও খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। দপ্তরের সূত্রগুলি জানাচ্ছে এখনও পর্যন্ত কলকাতা শহর ছাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিম বর্ধমান, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, বাঁকুড়া আর নদীয়া ‐ এই জেলাগুলি থেকেই বেশি ডেঙ্গু আক্রান্তের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এগুলির মধ্যে নদীয়া জেলাতেই সবথেকে বেশি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন। ওই জেলায় এখনও পর্যন্ত প্রায় ৭০০ জনের ডেঙ্গু হয়েছে।

কলকাতা শহরে এখনও পর্যন্ত ১৯৭ জনের শরীরে ডেঙ্গু সংক্রম পাওয়া গেছে।

সংখ্যাটা এখনও পর্যন্ত কম থাকলেও বর্ষার মরসুমে আরও অনেক মানুষের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন চিকিৎসকরা।

মশা থেকে বাঁচতেই হবে

ডাক্তার সায়ন চক্রবর্তী বলছিলেন, প্রতিবছরই আমরা যেটা দেখি যে গোড়ার দিকে সংখ্যাটা কম থাকলেও ধীরে ধীরে সংক্রমিতের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। এবছরও সেরকমই হবে বলে আশঙ্কা করছি আমরা।

অন্যান্য বছরে যা দেখি আমরা, বহু মানুষের একবার করে ডেঙ্গু তো হয়ই, দ্বিতীয়বার ডেঙ্গু হলেই কেসটা 'সিভিয়ার' হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, বলছিলেন ডা. চক্রবর্তী।

এর থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় মশা যাতে না জন্মাতে পারে, আর জন্মালেও তা যেন না কামড়ায়।

ডা. চক্রবর্তীর কথায়, মশারি টাঙানো একটা বড় সমাধান। আর তা না করতে পারলে মশা মারার যেসব তেল পাওয়া যায় অথবা আজকাল পোষাকে লাগানোর যে মলম পাওয়া যায়, সেগুলোও ব্যবহার করা যেতে পারে।

চিকিৎসকরা বারবার তাই বলছেন কদিনের জ্বর হলেই ডেঙ্গু ম্যালেরিয়ার জন্য রক্ত পরীক্ষা করা দরকার। বেশি দিন জ্বর ফেলে রাখলে তা 'সিভিয়ার' হয়ে উঠতে পারে বলেও সতর্ক করছেন চিকিৎসকরা।

এর আগে, ২০১৯ সালে কলকাতা কর্পোরেশন প্রস্তাব দিয়েছিল ডেঙ্গু দমনে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে প্রস্তুত তারা।

কলকাতা পুর প্রশাসন বলছে তারা বছরভর ডেঙ্গু প্রতিরোধ কর্মসূচী চালালেও বর্ষার আগে থেকেই তারা ডেঙ্গু রোধ কার্যক্রমে জোর দিচ্ছে।

কলকাতা কর্পোরেশনের অন্যতম বড় ওয়ার্ড, দক্ষিণ কলকাতার যোধপুর পার্ক অঞ্চলের ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডটি।

সেখানকার পুর প্রতিনিধি মৌসুমী দাস জানাচ্ছেন বছরের অন্যান্য সময়ে সপ্তাহে দুদিন করে ডেঙ্গু মোকাবিলার কাজ হয়, কিন্তু বর্ষার মরসুম শুরু হতে প্রতিদিনই তার এলাকায় এই কাজ করছেন তারা। এটাকে আমাদের পরিভাষায় যৌথ কর্মসূচী বলি, যেখানে পে।রসভার সব সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীরা, আমি নিজে ‐ সবাই মিলে একটা এলাকা নির্দিষ্ট করে জমা জল পরিষ্কার করি, আবর্জনা পরিষ্কার করি, মশা মারার তেল আর ব্লিচিং পাউডার ছড়াই। ওই এলাকায় সচেতনতা, প্রচারও চলতে থাকে, জানাচ্ছিলেন মিসেস দাস।

তবে যেসব বাড়ি তালাবন্ধ হয়ে পড়ে থাকে, সেখানে জল জমেও ডেঙ্গু ছড়ানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়। পুলিশের সহায়তা নিয়ে তালা ভেঙ্গে ওইসব বাড়িতে ঢুকে জমে থাকা জল পরিষ্কার করে আবার তালা বন্ধ করে দিচ্ছে পুলিশ।

একই সঙ্গে বহুতল ভবনগুলির ছাদে বা অন্য কোথাও জল জমে থাকছে কী না, তা দেখার জন্য ড্রোন ব্যবহার করা হয়।

চীনা রাজনীতির উদীয়মান তারকা চিন গ্যাংয়ের হঠাৎ পতনের পেছনে কী কারণ?

বেইজিং (এজেন্সী) ঃ চীনের রাজনীতিতে যাদের ভবিষ্যৎ নেতা বা উদীয়মান তারকা হিসাবে দেখা হচ্ছিল, যাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন স্বয়ং শী জিনপিং, সেই মন্ত্রী চিন গ্যাংকে হঠাৎ করে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। চিন গ্যাংয়ের অপসারণ নিয়ে পশ্চিমা গণমাধ্যমে শোরগোল তৈরি হলেও, চীনে গতানুগতিক নীরবতার মধ্য দিয়ে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে এবং এই বিষয়ে খুব কম তথ্যই প্রকাশ করা হয়েছে। দেড় বছর আগে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার পর বিশ্বে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠা চিন গ্যাংয়ের অপসারণের খবরটি সন্ধ্যার টেলিভিশন খবরে প্রকাশ করা হয়, সে দেশের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা শিনহুয়ার পাঠানো ছোট একটি খবর পাঠ করার মাধ্যমে।

প্রায় মাস খানেক আগে থেকে তাকে সরকারি কোন দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়নি। অনুপস্থিতির কারণ হিসাবে তার স্বাস্থ্যগত জটিলতার কথা বলা হয়েছিল।

কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পার হওয়ার পরেও যখন তাকে প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছিল না, তখন ব্যাপক জল্পনা-কল্পনার তৈরি হয়েছিল যে, রাজনৈতিক কোন কারণে হয়তো তাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

সামাজিক মাধ্যমে একটি গুজব ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে যে, একজন টেলিভিশন উপস্থাপিকার সাথে তার প্রেমের জের ধরে এই ঘটনা ঘটেছে। সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় ওই উপস্থাপিকাও হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন।

চীনের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেন, এমন কয়েকজন বিশ্লেষক মনে করেন, একই সময়ে এই দুটি ঘটনার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে যে, কমিউনিস্ট পার্টিতে তার বিরোধী পক্ষ নৈতিকতার কারণ দেখিয়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে।

এ ধরনের সম্পর্ক থাকাটা চীনে বেআইনি নয়, কিন্তু একে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ হিসাবে দেখা হতে পারে।

আবার স্বাস্থ্যগত জটিলতার যে কথা বলা হয়েছে, সেটাও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাবে না।

আসলে কমিউনিস্ট পার্টি শাসিত চীনের শাসন ব্যবস্থার অস্বচ্ছতার কারণে এসব সম্ভাবনার কথা যেমন নিশ্চিত করা যাচ্ছে না, আবার একেবারে উড়িয়েও দেয়া যায় না। চিন গ্যাংয়ের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ায় সবাই অবাক হয়েছে এই কারণে যে, তার পেছনে চীনের সব ক্ষমতাবান ব্যক্তির সমর্থন আছে বলে মনে করা হতো।

যুক্তরাষ্ট্রে চীনের রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ করার সময় তাকে ফিরিয়ে এনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেদেশের সর্বোচ্চ নেতা শি জিনপিং।

এরপর থেকে বিশ্লেষকরা তার দিকে নজর রাখছিলেন যে, নতুন দায়িত্বে তিনি কতটা কঠোর বা 'নেকড়ে যোদ্ধা' হয়ে উঠতে পারেন।

চীনের কূটনীতিকদের একটি দলকে পশ্চিমারা 'নেকড়ে যোদ্ধা' বলে বর্ণনা করে থাকে, যারা চীনের সমর্থনে সামাজিক মাধ্যমে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। চীনের দিক থেকে মনোযোগ সরাতে যদি কাউকে গালি দেয়ারও দরকার হয়, তাতেও তারা পিছপা হন না।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র হিসাবে যখন তিনি কাজ করতেন, সেই সময় থেকে চীনের সমর্থনে কঠোর অবস্থান নেয়ার জন্য পরিচিত ছিলেন। সেই সঙ্গে এমন একজন ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে তুলে ধরেছিলেন, যিনি অন্যদের আকর্ষণ ধরে রাখতে পারেন।

ইংরেজিতে সাবলীলভাবে কথা বলতে সক্ষমতা এবং উৎসাহী ক্রীড়া অনুরাগী চিন গ্যাংকে যুক্তরাষ্ট্রে এনবিএ খেলার সময় ফ্রি থ্রো লাইন থেকে শট নিতে দেখা গেছে। অথবা তার আগে যুক্তরাজ্যে দায়িত্ব পালনের সময় তার প্রিয় দল আর্সেনালের পক্ষে উল্লাস করতে দেখা গেছে।

হয়তো চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কোন কোন নেতা এ ধরনের ব্যক্তিকে যথেষ্ট কঠোর বা 'নেকড়ে যোদ্ধা' বলে মনে করছেন না।

তার সাথে যতবার বিবিসি সংবাদদাতার দেখা হয়েছে, ততবার তিনি অত্যন্ত জোরের সাথে নিজের দেশের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন এবং অন্যদের কাছে যতটা সম্ভব ভালোভাবে দেশকে উপস্থাপন করেছেন।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির যে ধরনের আধুনিক, মার্জিত কর্মী দরকার ছিল, তিনি সেরকম একজন বলেই মনে করা হচ্ছিল, যাকে তারা নানাভাবে ব্যবহার করতে পারতো।

কিন্তু এখন চিন গ্যাংয়ের ভাগ্যে কি ঘটবে, তা কারো জানা নেই। তার সম্পর্কিত তথ্য এর মধ্যেই চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে মুছে ফেলা হয়েছে।

একে যেভাবেই নেয়া হোক না কেন, এর ফলাফল ভালো হতে পারে পারে না।